

প্রস্নোত্তরে
পরমার্থ পরিচয়

- বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির



ডি. এন. বুডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের

কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

প্রশ্নোত্তরে
পরমার্থ পরিচয়

রামু সীমা বিহারাধ্যক্ষ
শ্রীমৎ বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির
অনুদিত

ও

রামু শ্রীকুল বিহারাধ্যক্ষ ত্রিপিটক বিশারদ পণ্ডিত
স্বর্গীয় উঃ ইন্দ্রবংশ মহাস্থবির
কর্তৃক সংশোধিত

শ্রীমৎ জিনানন্দ মহাস্থবির
কর্তৃক প্রকাশিত
ও
'প্রচার' বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ :

সাতকানিয়া-লোহাগাড়া ভিক্ষু সমিতির প্রধান উপদেষ্টা
বিদর্শন সাধক অগ্রবংশ মহাথের

ও

আন্তর্জাতিক সুপরিচিত ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাথের কর্তৃক প্রকাশিত
এবং

ডি.এন, বুডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন কর্তৃক সম্পাদিত ।

সম্পাদক : ভিক্ষু শীলাচার

প্রথম সংস্করণ-১০০০ কপি
২৫০৭ বুদ্ধাব্দ, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

মুদ্রক :

শ্রী অমল কুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
বারাণসী-২

দ্বিতীয় সংস্করণ-১০০০ কপি

প্রকাশকাল :

৩০ জানুয়ারী'০৯ খ্রিঃ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ২৫৫২ বুদ্ধাব্দ ।

সম্পাদনায় :

এস. লোকজিৎ ভিক্ষু
অধ্যক্ষ, চান্দগাঁও সার্বজনীন শাক্যমুনি বিহার, চট্টগ্রাম ।

সহযোগিতায় :

ভদন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু
শীলঘাটা জ্ঞানপাল রত্নপ্রিয় অরণ্য ধ্যান কুঠির,
রাজেশ বড়ুয়া, ঢেমশা ।

প্রাপ্তিস্থান :

- ※ চান্দগাঁও সার্বজনীন শাক্যমুনি বিহার, চট্টগ্রাম ।
- ※ শীলঘাটা পরিনির্বাণ বিহার, সাতকানিয়া ।
- ※ ভদন্ত শীলানন্দ স্থবির-ঢেমশা শাক্যমুনি বিহার, সাতকানিয়া

মুদ্রণ :

ময়নামতি আর্ট প্রেস
৫১ ঘাটফরহাদবেগ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ।
ফোন : ৬১৪ ৭৯৬, ৬২ ৭৩২৮

পুণ্যদান

আমাদের পরম শ্রদ্ধার্থ, উপমহাদেশের খ্যাতিনামা পণ্ডিত,
জামিঞ্জুরী সুমনাচার বিদর্শনারাম প্রতিষ্ঠাতা, পুতচরিত,
বিদর্শনাচার্য্য ভদন্ত সুমনাচার মহাথের

ও

যাঁর আদর্শ জীবন শিক্ষা, সদ্ধর্ম রক্ষায় অনুপ্রাণিত
করেছে সেই পরম গুরু, সমাজ সংস্কারক,
অত্র গ্রন্থসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা
মহাসাধক বিদর্শনাচার্য
মহাপণ্ডিত বিশুদ্ধাচার মহাথের'র
পুণ্য স্মৃতি স্মরণে উক্ত গ্রন্থের
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম ।

অগ্রবংশ মহাথের

ও

ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাথের

দুগ্‌দান

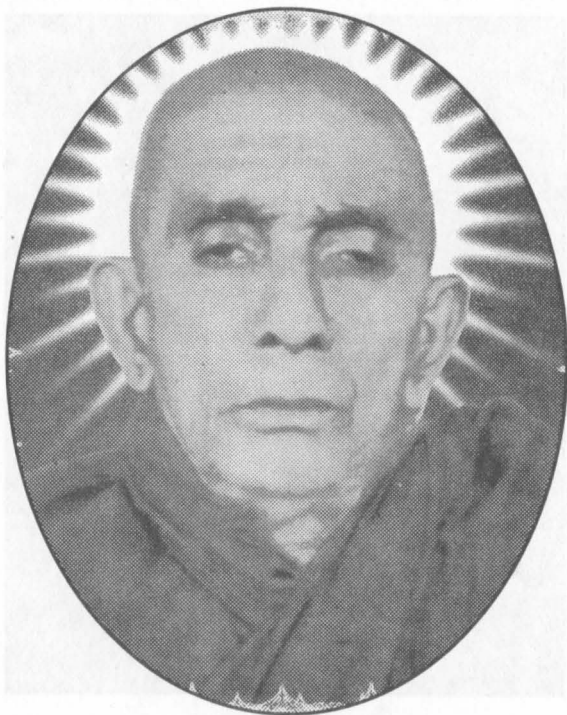


বিদর্শনাচার্য ভদন্ত সুমনাচার মহাস্থবির

জন্ম : ৬ অগ্রহায়ন, ১৩০০ বঙ্গাব্দ

মহাপ্রয়াণ : ১৩ আশ্বিন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

পুণ্যদান

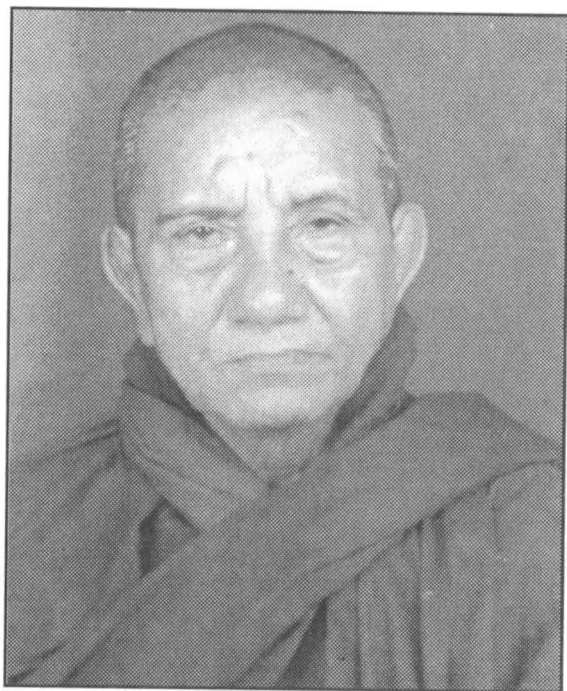


বিদর্শনাচার্য ভদন্ত বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির

জন্ম : ৯ শ্রাবণ ১৩০০ বঙ্গাব্দ

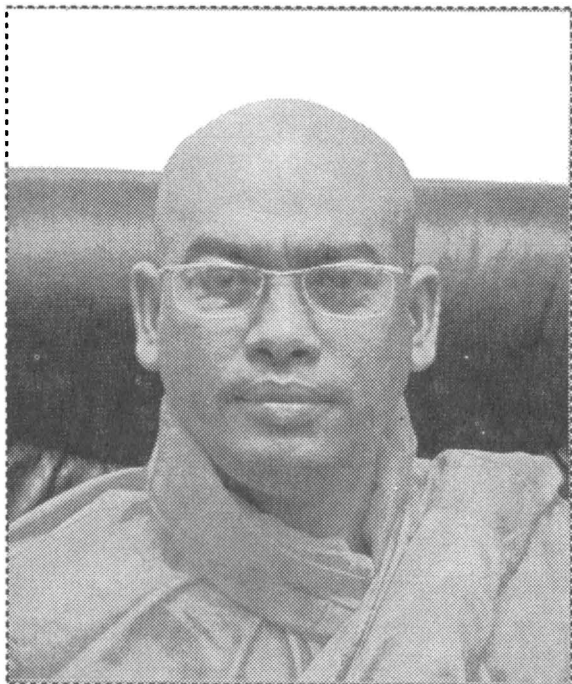
মহাপ্রয়াণ : ১০ পৌষ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক



বিদর্শন সাধক অগ্রবংশ মহাস্থবির
প্রধান উপদেষ্টা : সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ভিক্ষু সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা : মাইজবিলা অগ্রবংশ বিহার
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম ।

প্রকাশক



ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাথের
মহাসচিব

সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন
কলকাতা, ভারত ।

- মুখবন্ধ -

বৌদ্ধধর্ম সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত— যাহা ত্রিপিটক নামে অভিহিত। তন্মধ্যে সূত্র পিটকে বুদ্ধের উপদেশাবলী সংগৃহীত, বিনয় পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের নিয়ম বিধিবদ্ধ এবং অভিধর্ম পিটকে মনস্তত্ত্ব বিষয়ক দার্শনিক ব্যাখ্যা বিধৃত। যে ধর্ম সূত্র পিটকে উপদেশ রূপ, বিনয় পিটকে সংযম রূপ, তাহাই অভিধর্ম পিটকে তত্ত্বরূপ। আচার্য বুদ্ধঘোষ অভিধর্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন— উচ্চতর ধর্ম অথবা বিশেষ ধর্ম। “অতিরেক বিসেস্থ দীপকোহি এথ অভিসন্দো।” আর্য অসংগ অভিধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, “নির্বাণাভিমুখী উপদেশের জন্য, ধর্মকে অনেক প্রকারে বর্ণীকরণের জন্য, বিরোধী সম্প্রদায় সমূহের মতবাদ খণ্ডনের জন্য এবং সূত্র পিটকের সিদ্ধান্ত সমূহের অনুগমন অর্থে অভিধর্ম শব্দের সার্থকতা।” আর্য বসুবন্ধু উপকারক স্বাক্ষাদি ধর্ম সমূহের দ্বারা যুক্ত বিমল প্রজ্ঞাকেই অভিধর্ম রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃ অভিধর্মকে বৌদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তথা বৌদ্ধ নীতিবাদের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা চলে। যেহেতু দেখা যায়, সমস্ত অভিধর্ম পিটকে বুদ্ধবাণী সমূহের বর্ণীকরণ ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাত্ত্বিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়া। এই বিশ্লেষণের বিশেষত্ব, তাহার পরিপ্রশ্নাত্মক প্রশ্নালী অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরে বিষয় প্রকাশ করা।

অভিধর্ম বিষয়ক জ্ঞানার্জন ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। মননশীলতার চরম পরিণতি এই অভিধর্ম। তাই ইহাকে দূরবগাহ বলা হইয়াছে, কিন্তু অনবগাহ নহে। সুতরাং অভিধর্মই একমাত্র ধর্মযাহা মানুষের মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিসাধকে তৃপ্ত করিতে পারে। এই অভিধর্ম পিটক আবার সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত, যথা— ধম্মসঙ্গনী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুণ্ণগলপঞ্জত্তি, কথাবথু, যমক ও পট্টান। এই সুবিশাল জ্ঞানার্ণবে অবগাহন করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব, তাই যুগে যুগে ইহাকে সুবোধ্য করিবার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। সেই প্রচেষ্টা এককালে ফলবর্তীও হইয়াছে। আচার্য বুদ্ধদত্ত কৃত “রূপারূপ বিভাগ” এই জাতীয় সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। আচার্য অনিরুদ্ধকৃত “অভিধম্মাখসংগহো” এক অভিনব আবিষ্কার। অভিধর্ম বিষয়ক জ্ঞানার্জনে ইহার স্বতন্ত্র সত্ত্বা অনস্বীকার্য। ইহা শুধু স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের জন্য নয়, পরন্তু বিষয়বস্তু বিশ্লেষণেও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাতে কেবল সম্পূর্ণ অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তুই নয়; অপিচ ইহার অটুটকথা সমূহেরও সারাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে সুতরাং অভিধর্মার্থ সংগ্রহকে সমস্ত অভিধর্ম পিটকের সার-সংকলনও বলা চলে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া উত্তরকালে শ্যাম, সিংহল, বিশেষতঃ ব্রহ্ম দেশেই ইহার সমধিক আলোচনা সাহিত্য বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে বিমল বুদ্ধি কৃত “পোরাণ টীকা”, সুমঙ্গল কৃত “অভিধম্মাখবিভাবনী”, সদ্ধর্মজ্যোতিপাল কৃত “সংখ্যপবল্লনা” এবং লেডি সায়াদ কৃত “পরমাখদীপনী” আদি গ্রন্থের নাম করা যায়। উক্ত পরমাখদীপনী গ্রন্থের ছায়াবলম্বনেই

পণ্ডিত গ্রন্থকার সাধারণের বোধসৌকার্যার্থ এবং প্রথম শিক্ষার্থীর বোধোপযোগী করিয়া “প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়” নামক গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার একজন অভিজ্ঞ, পণ্ডিত ভিক্ষু, তাছাড়া তিনি দীর্ঘদিন ব্রহ্মদেশে থাকায় ব্রহ্মদেশীয় ভাষাতেও পারদর্শী। প্রশ্নোত্তরে তাঁহার এই সুচিন্তিত গ্রন্থটি পাঠ করিয়া প্রথম শিক্ষার্থীও সাধারণ পাঠক উপকৃত হইতে পারিবে, এই আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া “প্রচার বোর্ডঃ ইহার বহুল প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখনীয় যে, বুদ্ধশাসনের কল্যাণ সাধন মানসে এই পুস্তক প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন চট্টগ্রাম সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত পূর্ব - কলাউজান (আদারচর) “জিনানন্দ শান্তিবিহার” এর অধ্যক্ষ শীলগুণ বিভূষিত, উদার চেতা শ্রীমৎ জিনানন্দ মহাস্থবির। এই পুতচরিত্র মহাস্থবিরের জন্ম হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের (১২৪৯ মঘী) ৪ঠা কার্তিক বৃহস্পতিবার। তৎসংক্রান্ত প্রসঙ্গমহা স্বর্গীয় নিমাই চরণ বড়ুয়া ছিলেন একজন শ্রদ্ধাবান, সম্পন্ন বৌদ্ধ গৃহস্থ। স্বর্গীয় দেবীচরণ ছিলেন তাঁহার সুযোগ্য সন্তান। এই দেবীচরণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন স্বর্গীয় মহারাজ বড়ুয়া। মহারাজ বড়ুয়া ছিলেন তখনকার দিনে সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং বোমাং সার্কলের সরকারী কর্মচারী। স্বর্গীয় মহারাজ বড়ুয়ার ঔরসে তথা স্বর্গীয়া সুরঙ্গবালা বড়ুয়ার গর্ভে এক শুভ মুহূর্তে মহাস্থবিরের জন্ম হয়। মাতাপিতা বড়ুয়া আশা করিয়া তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন শ্রীজগন্নাথ বড়ুয়া। তাঁহারা ছিলেন চার ভাই ও এক ভগ্নী। তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ, দ্বিতীয় শ্রীঅনন্তকুমার বড়ুয়া, তৃতীয় শ্রীঅধিকাচরণ বড়ুয়া এবং চতুর্থ শ্রীসারদাচরণ বড়ুয়া। জগন্নাথ বাল্যকাল হইতেই বিষয় বিরাগী, সৎবিবেকী, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী ও ধর্মভীরু ছিলেন। সাংসারিক যাবতীয় বিষয়েই যেন তিনি ছিলেন উদাসীন। তাঁহার ঈদৃশ ভাব দর্শনে মাতাপিতা বিচলিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার বিবাহের আয়োজন করেন। মাতাপিতার পীড়াপীড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সংসার ধর্মে প্রবেশ করেন; কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁহাকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। চিত্ত যাঁহার বিষয়বিরাগী, সংসার বন্ধন তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ। এদিকে কঠোর অনুশাসন অবহেলা করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া কিছুদিনের জন্য তিনি শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিলেন কড়িয়ানগর সঙ্ঘমোদয় বিহারাধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহারাজ মহাস্থবিরের নিকট। মাতাপিতা তাঁহার আসল উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া উক্ত মহাস্থবিরকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে পুনঃ সংসারে ফিরাইয়া আনেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনঃ সাংসারিক সাজা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল। তাই দীর্ঘদিন তাঁহাকে আর সংসারে আটক করিয়া রাখা গেল না। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আরও কিছুদিন সংসারে থাকিয়া মাতাপিতার মন রক্ষা করিলেন মাত্র। শুভদিন আসিয়া গেল। মাতাপিতা আজ পরলোকে, তিনি এখন স্বাধীন। যাহা বন্ধন, তাহা হইল একমাত্র স্ত্রী; তাহার সম্মতি গ্রহণ করত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের (১২৮৯ মঘী) শুভ মাঘী-পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে তিনি পবিত্র প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অতপর তিনি পণ্ডিত প্রবর বিচিত্র -কথিক

বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ সুমনাচার মহাস্থবিরের নিকট কিছুদিন ধর্মবিনয় শিক্ষা করত ১৯৩১ ইংরেজীর (১২৯২ মঘী) আর এক শুভ মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে পবিত্র ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা নিয়া “সম্বাদো ঘরাবাসো অব্ভোকাসো পববজ্জা” এই বুদ্ধ-বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

আনন্দের বিষয়, তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ ভিক্ষু-জীবনের সঞ্চিত অর্থ ও পৈতৃক সম্পত্তি লব্ধ অর্থ বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠানে ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লেখনীয় যে, তিনি স্বগ্রামে ১৯৪৫ ইংরেজীতে “জিনানন্দ শান্তি বিহার” নামে এক বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘ দিনের অভাব পূরণ করিয়াছেন। শুধু তাহা নয়, তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়িত্বের জন্য ১৯৬১ ইংরেজীর ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮১/০ ‘চার কানি আঠার গণ্ডা দুই কড়া এক কন্ট’ জমি বিহারের নামে দান-পত্র লিখিয়া দেন। জমির মূল্য আনুমানিক ২৫০০/- টাকার উপর। উক্ত মহাস্থবিরের জীবনদর্শ চট্টগ্রামের ভিক্ষুরা অনুকরণ করিলে বুদ্ধশাসনের অশেষ উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। আমি এই বিষয়ে চট্টলের ভিক্ষুদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আশা করি ভিক্ষুরা এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্থায়ী সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ শাসন হিতার্থে ব্যয় করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক তথা প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যই প্রচারিত। প্রথম সংস্করণে সাধারণ ভুলত্রুটি স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের কাছে অনুরোধ, তাঁহারা তাহা জানাইলে উপকৃত হইব এবং পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব। গুরুদেব (গ্রন্থকার) তাঁহার “প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়” গ্রন্থটি “প্রচার বোর্ড” কে দান করিয়া বোর্ডের মহান উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রচার বোর্ডের পক্ষ হইতে তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। মদীয় আচার্য নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম বিশারদ, তত্ত্বভূষণ, পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ ধর্মাদার মহাস্থবির মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক গ্রন্থখানির একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার কাছেও আমি অশেষ ঋণী। এই গ্রন্থ প্রকাশে স্নেহ-প্রতিম শ্রীমান পূর্ণানন্দ ভিক্ষু, অগ্রবংশ ভিক্ষু ও শশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া বি, এ, মহোদয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে গ্রন্থ পাঠে সাধারণের কিঞ্চিৎ মাত্রও ধর্মজ্ঞান লাভ হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

পৌষ পূর্ণিমা

১৩৬৯ সাল, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ,

২৫০৭ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশ।

ভিক্ষু শীলাচর

সম্পাদক

প্রচার বোর্ড

সাতকানিয়া বৌদ্ধ সমিতি, চট্টগ্রাম।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির লিখিত ভূমিকা

‘প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়’ পাঠ করিলাম। অভিধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। প্রথম পরমার্থদ্বয় নাম অর্থাৎ চেতনতত্ত্ব। তৃতীয় পরমার্থ রূপ অর্থাৎ জড়তত্ত্ব। নির্বাণ উভয়ের অতীত অবস্থা। জগত জড়-চেতনময়। চিন্তাশীল দার্শনিকগণ বহুকাল হইতে এই জড়-চেতনকে বিশ্লেষণের প্রয়াস করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনে ইহারা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমাহার। ‘এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যিনি অবগত হন তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।’ তন্মধ্যে একমাত্র পুরুষই চেতনতত্ত্ব। অবশিষ্ট প্রকৃতি বা জড়তত্ত্ব।

বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বে নাম-রূপের পুঞ্জানুপুঞ্জ বিশ্লেষণ আছে। রূপ বা জড়তত্ত্ব অষ্টবিংশতি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে দশ প্রকার রূপ অনিষ্পন্ন; কর্মজ নহে, প্রাকৃতিক। অষ্টাদশ প্রকার রূপ নিষ্পন্ন, সুতরাং কার্য-কারণের সহিত সম্পর্কিত। চেতনের চিত্ত একমাত্র তত্ত্ব; চৈতসিক বা মনোবৃত্তি বায়ান্ন প্রকারের। চৈতসিকের সংযোগ বিয়োগে চিত্ত ৮৯ কিংবা ১২১ জাতীয় হয়। সর্বসাকুল্যে-এক চিত্ততত্ত্ব, বায়ান্ন চৈতসিক, অষ্টাদশ রূপ ও নির্বাণ-বস্তুতত্ত্ব বায়াত্তর প্রকার। আচার্য অনিরুদ্ধের ভাষায়- “দ্বিসত্ত্বতি বিধাবুত্তা বন্ধুদম্মা সলক্কনা।” স্ব স্ব লক্ষণ হিসাবে বস্তুতত্ত্ব বায়াত্তর প্রকার।

এই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম নাম-রূপের বিস্তৃত বিশ্লেষণ, বিভাগ এবং প্রত্যেক তত্ত্বের স্বভাব, কৃত্য, আকার ও আসন্ন কারণ নির্ধারণ এক দূরূহ ব্যাপার। অধ্যাত্ম সাধনায় ভগবান বুদ্ধের ইহা অভিনব আবিষ্কার ও শ্রেষ্ঠতম অবদান। জাগতিক অস্তিত্ব মাত্রই অনিত্য-সতত পরিবর্তনশীল, দুঃখময় এবং ইহার কোন অংশ ধ্রুব, শুভ, আত্মা বা আত্মীয় নহে। এই বিদর্শন জ্ঞান উপলব্ধির নিমিত্ত মুক্তিকামীকে প্রথমেই নামরূপের বিশ্লেষণ জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। এই কারণে সকলের পক্ষে অভিধর্মের অনুশীলন ও পরমার্থের পরিচয় অপরিহার্য-কর্তব্য।

এই পুস্তক খানি আকারে ছোট হইলেও বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব অভিধর্মের পরমার্থের বিশ্লেষণ বহন করে। আচার্য অনিরুদ্ধ থেরের অভিধর্মার্থ সংগ্রহকে অনুসরণ করিয়া ইহার বিশ্লেষণ নীতি পরিচালিত হইয়াছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে অভিধর্মার্থ সংগ্রহের বিভিন্ন আলোচনা আছে। তথাকার শিক্ষার্থীরা সহজে পরমার্থ তত্ত্ব অধিকার করিতে পারে।

বাংলায় তথা ভারতে অভিধর্মের চর্চা অতি সামান্যই হইয়াছে। অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অনুবাদ ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। স্বর্গীয় বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি মহাশয় তাঁহার অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অনুশীলনীতে কয়েক পরিচ্ছেদ প্রস্তোত্তরে আলোচনা করিলেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে। বর্তমান গ্রন্থকার সুচিন্তিতভাবে পরমার্থের পরিচয় দিয়াছেন। চিত্ত, চৈতন্য, প্রকীর্ত্তন, বিমিশ্র, বীথি-চিত্ত, রূপসংগ্রহ ও নির্বাণ এই সাত পরিচ্ছেদে তিনি অভিধর্মার্থ সংগ্রহের ছয় পরিচ্ছেদ আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা ধারাবাহিক, সুবিন্যস্ত ও যুক্তিপূর্ণ।

চিত্ত-বীথি সংগ্রহে চিত্ত ক্ষণের পরমায়ু নির্দেশ করিয়া গ্রন্থকার সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্ম চেতনকে জড়ের সাহায্যে পরিমাণ করিতে হইলে এইরূপ বলা ছাড়া উপায় কি? এই সঙ্গে একখানি বীথি -বিষ বা চার্ট সংযোজিত হইলে বিষয়গুলি আরও পরিষ্কৃত হইত। অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অপর পরিচ্ছেদগুলি এই প্রণালীতে আলোচনা করিয়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করিবার জন্য গ্রন্থকারকে আমরা অনুরোধ করি।

পণ্ডিত শ্রীবিদ্যুৎকাচার মহাস্থবির সাহিত্য ক্ষেত্রে অর্বাচীন নহেন। তাঁহার রচিত ‘অশোক চরিত’ সর্বত্র সমাদৃত। ‘সীবলী ব্রত কথা’ বৌদ্ধ সমাজে নূতন প্রেরণার সঞ্চারণ করিয়াছে। ‘মার বিজয়’ সঙ্গীত প্রিয়দের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। সাহিত্য, কাব্য সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সুবক্তা ধর্মকথক। কয়েকটি মুদ্রণের ক্রটি উপেক্ষিত হইলে এই পুস্তকখানি সমাদর লাভের দাবী রাখে।

১-১-৬৩
১, বুডিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীধর্মধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
নালন্দা বিদ্যাভবন।

প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

‘অভিধর্ম’ ত্রিপিটকের অন্তর্গত তৃতীয় ও অন্যতম পিটক। এ পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা - (১) ধর্ম সঙ্গনী (২) বিভঙ্গ (৩) ধাতু কথা (৪) পুণ্ণল পঞ্ণত্তি (৫) কথাবথু (৬) যমক ও (৭) পট্ঠান। ধর্ম শব্দের সাথে ‘অভি’ উপসর্গ যোগ করে অভিধর্ম পদ গঠিত হয়। অভি অর্থ অধিক বা অতিরিক্ত। সুতরাং অভিধর্মের অর্থ অতিরিক্ত ধর্ম বা বিশিষ্ট ধর্ম। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে সূত্রাতিরিক্ত ধর্মই অভিধর্ম (অর্থসালীন)।

ধর্ম শব্দের যে অর্থ, অভিধর্মের সেই একই অর্থ। ধর্ম ও অভিধর্মের আলোচ্য বিষয় প্রায় একরূপ। বিষয়-বিন্যাস ও প্রকাশ কুশলতা ব্যতীত উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। সূত্রপিটকে যাহা সাধারণভাবে উপদিষ্ট হয়েছে, অভিধর্ম পিটকে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সূত্রপিটকে যে ধর্ম লৌকিকভাবে দেশনা করা হয়েছে; তাহাই অভিধর্ম পিটকে অসাধারণভাবে বা পারমার্থিক উপায়ে আলোচিত, বিভাজিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। “অভিধর্ম যেমন ভাষাহীন শুধু ছেদন, বিশ্লেষণ, বিভাজন, পর্যবেক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক পরম সত্য জ্ঞানের উদ্ভাবন। সঙ্গে সঙ্গে চিরচঞ্চল ব্যবহারিক জগতের নিরবশেষ বিলয় সাধন।”

ভগবান তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম মাত্রই মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং নীতি প্রধান। এ ধর্মকে বিভাজ্যবাদ ও বলা হয়। ত্রিপিটকের সর্বত্র ধর্মকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করবার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। সূত্রপিটকের বিষয়বস্তু ব্যবহারিক, যেমন- সত্ত্ব, আত্মা, জীব, জন্ম, মৃত্যু, দেব, ব্রহ্ম, তুমি, আমি, মনুষ্য ইত্যাদি। অপরদিকে অভিধর্মের বিষয়বস্তু পরমার্থ বিষয়ক যথা- স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, চ্যুতি, প্রতিসন্ধি, সন্ততি, অনাত্মা, বল, বোধ্যঙ্গ, নির্বাণ, প্রজ্ঞাপ্তি ইত্যাদি। তাই অভিধর্ম হল বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ। বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য বুদ্ধদত্তের মতে অভিধর্ম পিটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চারটি- চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ। জীবন দুঃখের চির অবসানের জন্য একান্ত প্রয়োজন পারমার্থিক জ্ঞান। পারমার্থিক জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে আজ থেকে প্রায় ৪৭ বছর আগে মহাপণ্ডিত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বঙ্গীয় বৌদ্ধ কুলরবি, বিদর্শনাচার্য, বাগ্মীস্বর, সুসংগঠক মহাশীলময় জীবনের অধিকারী, আচার্য বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির মহোদয়

“প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়” নামক অভিধর্ম বিষয়ক এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। সত্যি কথা বলতে কি- পরম শ্রদ্ধেয় বিশুদ্ধাচার ভাস্তের অভিধর্ম বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলেই তিনি অতীব গভীর অভিধর্মের বিষয়কে সহজ, সরল ও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়নে অনেকে যে উপকৃত হয়েছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমানে “প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়” বইটি দুস্প্রাপ্য। তবে আনন্দের বিষয়, উনারই (শ্রদ্ধেয় বিশুদ্ধাচার ভাস্তের) সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিত, সাধক অগ্রবংশ মহাথের মহোদয় বইটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে বইটি পুনঃ প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছেন এবং আমাকে ডি.এন. বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অগ্রবংশভাস্তে মহোদয় এহেন মূল্যবান গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশক হয়ে গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ধর্মদানের মাধ্যমে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

আমি ডি.এন. বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের পক্ষ থেকে এহেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য গ্রন্থাকার শ্রদ্ধেয় বিশুদ্ধাচার ভাস্তের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে বন্দনা নিবেদন করছি এবং অগ্রবংশ ভাস্তের নীরোগ, দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি। প্রুফ সংশোধনের কাজে সার্বিক সহযোগী আমার প্রিয় ভাজন, বিদর্শন সাধক ধূতান্ধধারী ত্রিপিটকের গ্রন্থ অনুবাদক ভদন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষুকে পুণদান ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। আর সাথে সাথে এই “প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়” গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে পাঠক সমাজ পরমার্থিক জ্ঞান লাভ করে জীবন ধন্য করতে পারেন এই শুভ কামনা করছি।

২৫৫২ বুদ্ধাব্দ

তাং- ৩০.০১.০৯ইং

এস. লোকজিৎ ভিক্ষু

মহাসচিব

ডি.এন. বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন।

- ৪ বিষয় সূচী :-

প্রথম পরিচ্ছেদ

<u>বিষয়</u>	<u>পৃষ্ঠা</u>
চিন্তা সংগ্রহে—	
কামাবচর চিন্তা সংগ্রহ -	১৭
রূপাবচর চিন্তা সংগ্রহ -	২০
অরূপাবচর চিন্তা সংগ্রহ -	২১
লোকোত্তর চিন্তা সংগ্রহ -	২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্য সংগ্রহে—	
চৈতন্যের শ্রেণী বিভাগ ও সম্প্রয়োগ নীতি -	২৪
শোভন চৈতন্যের সম্প্রয়োগ নীতি -	২৭
অকুশল চিন্তে চৈতন্য সংগ্রহ নীতি -	২৮
কামাবচর শোভন চিন্তে চৈতন্য সংগ্রহ নীতি -	২৯
মহদগত চিন্তের চৈতন্য সংগ্রহ নীতি -	৩০
লোকোত্তর চিন্তে চৈতন্য সংগ্রহ নীতি -	৩০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রকীর্তক সংগ্রহে —	
হেতু সংগ্রহ -	৩১
কৃত্য সংগ্রহ -	৩২
দ্বার সংগ্রহ -	৩৩
আলম্বন সংগ্রহ -	৩৪
বাস্তু সংগ্রহ -	৩৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিন্তা চৈতন্য, প্রকীর্তক প্রভৃতির বিমিশ্র সংগ্রহে—

দ্বাদশ অকুশল চিন্তা সংগ্রহ	৩৬
অহেতুক চিন্তা সংগ্রহ	৩৭

মহাকুশল চিত্ত সংগ্রহ	-	৩৯
মহাবিপাক চিত্ত সংগ্রহ	-	৪০
মহাক্রিয়া চিত্ত সংগ্রহ	-	৪০
মহদগত চিত্ত সংগ্রহ	-	৪১
লোকোত্তর চিত্ত সংগ্রহ	-	৪২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চিত্তবীথি সংগ্রহ—

চিত্তক্ষণ সংগ্রহ	-	৪৩
পঞ্চদ্বার বীথি সংগ্রহ	-	৪৩
পঞ্চদ্বার বীথির উৎপত্তির কারণ	-	৪৫
কাম মনোদ্বার বীথি সংগ্রহ	-	৪৬
বিপাক নিয়ামক সংগ্রহ	-	৪৭
জবন সার সংগ্রহ	-	৪৮
ভূমি ভেদে বীথিচিত্ত সংগ্রহ	-	৫০
ভূমি ভেদে পুদগলের শ্রেণী বিভাগ সংগ্রহ	-	৫০
পুদগল ভেদে চিত্ত সংগ্রহ	-	৫১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রূপ সংগ্রহ—

রূপ সমুদ্দেশ সংগ্রহ	-	৫২
রূপ বিভাগ সংগ্রহ	-	৫৩
রূপ সমুত্থান সংগ্রহ	-	৫৭
রূপ কলাপ যোজনা সংগ্রহ	-	৫৯
রূপোৎপত্তি ক্রম সংগ্রহ	-	৬১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নির্বাণ—	-	৬২
----------	---	----

প্রশ্নোত্তরে
পরমার্থ পরিচয়
প্রথম পরিচ্ছেদ
১। চিত্ত সংগ্রহ

(ক) কামাবচর চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— পরমার্থ ধর্ম কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— পরমার্থ ধর্ম চারি প্রকার, যথাঃ— চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণ।
- প্রঃ— উক্ত পরমার্থ ধর্মের কৃত্য কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— পরমার্থ ধর্মের কৃত্য চারি প্রকার, যথাঃ— দুঃখ সত্যকে যথাভূত জ্ঞানে জানা, সমুদয় সত্যকে যথাভূত জ্ঞানে পরিত্যাগ করা, নিরোধ সত্যকে যথাভূত জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করা এবং দুঃখ নিরোধ-গামিনী প্রতিপদা সত্যকে যথাভূত জ্ঞানে অনুশীলন বা ভাবনা করা।
- প্রঃ— চারি প্রকার পরমার্থ ধর্মের মধ্যে চিত্ত কত প্রকার ও কি কি?
- উঃ— চিত্ত চারি প্রকার, যথাঃ— কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর।
- প্রঃ— ভূমি কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— ভূমি চারি প্রকার, যথাঃ— কাম ভূমি, রূপ ভূমি, অরূপ ভূমি ও লোকোত্তর ভূমি।
- প্রঃ— এই চারি প্রকার ভূমির স্বাতন্ত্র্য কিরূপে বিভাগ করা যায়?
- উঃ— কামতৃষ্ণার অন্তর্গত ভূমিকে কামলোক, রূপতৃষ্ণার অন্তর্গত ভূমিকে রূপলোক, অরূপতৃষ্ণার অন্তর্গত ভূমিকে অরূপলোক ও ত্রিবিধ তৃষ্ণামুক্ত অবস্থাকে লোকোত্তর বলা হয়।
- প্রঃ— অশোভন চিত্ত কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— অশোভন চিত্ত ৩ প্রকার, যথাঃ— অকুশল চিত্ত ১২ প্রকার, অহেতুক চিত্ত ১৮ প্রকার, — মোট ৩০ প্রকার।
- প্রঃ— অশোভন চিত্ত কেন বলা হয়?
- উঃ— ইহার কার্য অত্যন্ত অশোভনীয় ও অসুন্দর বলিয়া ইহাকে অশোভন চিত্ত বলা হয়।
- প্রঃ— অকুশল চিত্ত ১২ প্রকার কি কি?
- উঃ— লোভমূলক চিত্ত ৮ প্রকার, দ্বেষমূলক চিত্ত ২ প্রকার ও মোহমূলক চিত্ত ২ প্রকার, — মোট ১২ প্রকার।
- প্রঃ— লোভমূলক চিত্ত ৮ প্রকার কি কি?
- উঃ— সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার।
সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার।

- সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
 সৌমনস্য সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
- প্রঃ— দ্বৈষমূলক চিত্ত ২ প্রকার কি কি?
 উঃ— দৌর্মনস্য সহগত প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
 দৌর্মনস্য সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার ।
- প্রঃ— মোহমূলক চিত্ত ২ প্রকার কি কি?
 উঃ— উপেক্ষা সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত ঔদ্ধত্য-সম্প্রযুক্ত চিত্ত ১ প্রকার ।
- প্রঃ— ১২ প্রকার অকুশল চিত্তের মধ্যে সৌমনস্য বেদনা সহগত চিত্ত কয় প্রকার?
 উঃ— চারি প্রকার ।
- প্রঃ— উপেক্ষা বেদনা সহগত চিত্ত ও দৌর্মনস্য বেদনা সহগত চিত্ত কয় প্রকার পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।
 উঃ— উপেক্ষা বেদনা সহগত চিত্ত ৬ প্রকার,
 দৌর্মনস্য বেদনা সহগত চিত্ত ২ প্রকার, — মোট ৮ প্রকার ।
- প্রঃ— অহেতুক চিত্ত ১৮ প্রকার কি কি?
 উঃ— অকুশল বিপাক চিত্ত ৭ প্রকার,
 অহেতুক কুশল বিপাক চিত্ত ৮ প্রকার
 অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত ৩ প্রকার— মোট ১৮ প্রকার ।
- প্রঃ— অকুশল বিপাক চিত্ত ৭ প্রকার কি কি?
 উঃ— উপেক্ষা সহগত চক্ষু বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত শ্রোত্র বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত ঘ্রাণ বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত জিহ্বা বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 দুঃখ সহগত কায় বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত ১ প্রকার ।
- প্রঃ— অহেতুক কুশল বিপাক চিত্ত ৮ প্রকার কি কি?
 উঃ— উপেক্ষা সহগত চক্ষু বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত শ্রোত্র বিজ্ঞান ১ প্রকার ।

- উপেক্ষা সহগত ঘ্রাণ বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত জিহ্বা বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 সুখ সহগত কায় বিজ্ঞান ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত ১ প্রকার ।
 সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত ১ প্রকার ।
- প্রঃ— অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত ৩ প্রকার কি কি?
- উঃ— উপেক্ষা সহগত পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ১ প্রকার ।
 উপেক্ষা সহগত মনো দ্বারাবর্তন চিত্ত ১ প্রকার ।
 সৌমনস্য সহগত হাস্যৎপত্তি চিত্ত ১ প্রকার ।
- প্রঃ— ১৮ প্রকার অহেতুক চিত্তের মধ্যে দুঃখ বেদনা সহগত চিত্ত কয়টি, সুখ বেদনা সহগত চিত্ত কয়টি, উপেক্ষা বেদনা সহগত চিত্ত কয়টি ও সৌমনস্য বেদনা সহগত চিত্ত কয়টি?
- উঃ— দুঃখ বেদনা সহগত চিত্ত ১টি ।
 সুখ বেদনা সহগত চিত্ত ১টি ।
 সৌমনস্য বেদনা সহগত চিত্ত ২টি ।
 উপেক্ষা বেদনা সহগত চিত্ত ১৪টি ।
- প্রঃ— উত্তম মনোরম শোভন চিত্ত কয় প্রকার?
- উঃ— সংক্ষেপে উহার সংখ্যা ৫৯ প্রকার ও বিস্তৃতার্থে ৯১ প্রকার ।
- প্রঃ— সংক্ষেপে ৫৯ প্রকার শোভন চিত্ত কি কি?
- উঃ— কামাবচর শোভন চিত্ত ২৪, রূপাবচর শোভন চিত্ত ১৫, অরূপাবচর শোভন চিত্ত ১২ ও লোকোত্তর চিত্ত ৮,— মোট ৫৯ প্রকার ।
- প্রঃ— বিস্তৃতার্থে ৯১ প্রকার শোভন চিত্ত কি কি?
- উঃ— কামাবচর শোভন চিত্ত ২৪, রূপাবচর শোভন চিত্ত ১৫, অরূপাবচর শোভন চিত্ত ১২ ও লোকোত্তর শোভন চিত্ত ৪০,— মোট ৯১ প্রকার ।
- প্রঃ— কামাবচর শোভন চিত্ত ২৪ প্রকার কি কি?
- উঃ— কামাবচর মহাকুশল চিত্ত ৮ প্রকার ।
 কামাবচর মহাবিপাক চিত্ত ৮ প্রকার ।
 কামাবচর মহাক্রিয়া চিত্ত ৮ প্রকার, মোট -২৪ প্রকার ।
- প্রঃ— কামাবচর মহাকুশল চিত্ত ৮ প্রকার কি কি?
- উঃ— সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার

সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 সৌমনস্য -সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান বিপ্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত ১ প্রকার
 মোট ৮ প্রকার

- প্রঃ— ৮ প্রকার কামাবচর মহাবিপাক চিত্ত ও ৮ প্রকার মহাক্রিয়া চিত্ত কি কি?
 উঃ— মহাকুশল চিত্তের অনুরূপ ।
 প্রঃ— কামাবচর শোভন চিত্ত ২৪টির মধ্যে সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি ও
 উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি?
 উঃ— সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১২টি ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১২টি ।
 প্রঃ— উক্ত চিত্ত সমূহের মধ্যে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত কয়টি ও জ্ঞান বিপ্রযুক্ত চিত্ত কয়টি?
 উঃ— জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্ত ১২টি এবং জ্ঞান বিপ্রযুক্ত চিত্ত ১২টি ।
 প্রঃ— প্রোক্ত চিত্ত সমূহে অসংস্কারিক চিত্ত কয়টি ও সংস্কারিক চিত্ত কয়টি?
 উঃ— অসংস্কারিক চিত্ত ১২টি এবং সংস্কারিক চিত্ত ১২টি ।
 প্রঃ— কামাবচর চিত্ত মোট কত প্রকার ও কি কি?
 উঃ— কামাবচর চিত্ত মোট ৫৪ প্রকার, যথাঃ— অকুশল চিত্ত ১২, মহাকুশল চিত্ত ৮,
 বিপাক চিত্ত ২৩ ও ক্রিয়া চিত্ত ১১,— মোট ৫৪ প্রকার ।
 প্রঃ— প্রোক্ত ৪৫ প্রকার কামাবচর চিত্তের সঙ্গে উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত, সৌমনস্য
 বেদনায়ুক্ত চিত্ত, দৌর্মনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত, সুখ বেদনায়ুক্ত চিত্ত ও দুঃখ
 বেদনায়ুক্ত চিত্তের সম্প্রয়োগ সংখ্যা পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।
 উঃ— উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত ৩২ প্রকার ।
 সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১৮ প্রকার ।
 দৌর্মনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ২ প্রকার ।
 সুখ বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১ প্রকার ।
 দুঃখ বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১ প্রকার— মোট ৫৪ প্রকার ।

(খ) রূপাবচর চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— ধ্যানাঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি?

- উঃ— ধ্যানাঙ্গ ৫ প্রকার, যথাঃ বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা ।
- প্রঃ— ধ্যান কাকে বলে?
- উঃ— কোন একটা অবলম্বনে চিন্তকে নিবিষ্ট রাখা অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে চিন্তের একাগ্রতা ও কাম ক্লেশাদিকে ধ্যানাঙ্গির দ্বারা বিদগ্ধ করাকে ধ্যান বলে ।
- প্রঃ— ধ্যান কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— ধ্যান ৫ প্রকার, যথাঃ— প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান ও পঞ্চম ধ্যান ।
- প্রঃ— ধ্যানাঙ্গ গুলিকে প্রথমাদি ধ্যানসমূহে কিভাবে সংযোগ করা যায়?
- উঃ— প্রথম ধ্যানে পাঁচটি ধ্যানাঙ্গ বিদ্যমান থাকে, দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক বর্জিত চারিটি ধ্যানাঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তৃতীয় ধ্যানে বিতর্ক বিচার বর্জিত তিনটি ধ্যানাঙ্গ বিদ্যমান থাকে, চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক বিচার, প্রীতি বর্জিত দুইটি ধ্যানাঙ্গ বিদ্যমান থাকে এবং পঞ্চম ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ বর্জিত উপেক্ষাসহ দুইটি ধ্যানাঙ্গ বিদ্যমান থাকে ।
- প্রঃ— রূপাবচর চিত্ত কিরূপে ১৫ প্রকার হয়?
- উঃ— পাঁচ প্রকার ধ্যানাঙ্গযুক্ত হইয়া-ইহারা কুশলে ৫, বিপাকে ৫ ও ক্রিয়াতে ৫,— এইরূপে ১৫ প্রকার হয় ।
- প্রঃ— রূপাবচর চিত্ত সমূহের মধ্যে সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি, ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি?
- উঃ— সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১২টি ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত ৩টি, — মোট ১৫টি ।

(গ) অরূপাবচর চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— অরূপ ধ্যান কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— অরূপ ধ্যান চারি প্রকার, যথাঃ— আকাশনঞ্চায়তন, বিজ্ঞানঞ্চায়তন, অকিঞ্চনায়তন ও নৈবসংজ্ঞা ন সংজ্ঞায়তন ।
- প্রঃ— অরূপ ধ্যানের কয়টি অঙ্গ ও কি কি?
- উঃ— অরূপ ধ্যানের দুইটি অঙ্গ, যথাঃ— একাগ্রতা ও উপেক্ষা ।
- প্রঃ— অরূপাবচর চিত্ত ১২ প্রকার কি কি?
- উঃ— অরূপাবচর কুশল ধ্যান চিত্ত ৪, বিপাক ধ্যান চিত্ত ৪ ও ক্রিয়া ধ্যান চিত্ত ৪, — মোট ১২ প্রকার ।
- প্রঃ— অরূপাবচর ধ্যানাঙ্গসমূহ কোন বেদনা সম্প্রযুক্ত?
- উঃ— উপেক্ষা ও একাগ্রতা এই দুই অঙ্গ যুক্ত হওয়ায়, ইহাদিগকে পঞ্চম ধ্যানিক উপেক্ষা সম্প্রযুক্ত চিত্ত বলা হয় ।

- প্রঃ— মহদগত চিত্তের সংখ্যা কত ও কি কি?
- উঃ— মহদগত চিত্তের সংখ্যা ২৭, যথাঃ— রূপাবচর চিত্ত ১৫,
অরূপাবচর চিত্ত ১২,— মোট ২৭।
- প্রঃ— মহদগত কুশল, বিপাক ও ক্রিয়া চিত্তের সংখ্যা পৃথক পৃথক বর্ণনা কর।
- উঃ— মহদগত কুশল চিত্ত ৯, বিপাক চিত্ত ৯ ও ক্রিয়া চিত্ত ৯, -মোট ২৭।
- প্রঃ— মহদগত চিত্তে সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি?
- উঃ— সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১২টি ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১৫টি।
- প্রঃ— লৌকিক চিত্তের শ্রেণীবিভাগ কিরূপ ও সংখ্যা কত?
- উঃ— কামাবচরে ৫৪, রূপাবচরে ১৫, অরূপাবচরে ১২,— এই ত্রিবিধ চিত্ত লৌকিক,
ইহারা মোট সংখ্যায়-৮১।
- প্রঃ— লৌকিক চিত্তে কুশল, অকুশল, বিপাক ও ক্রিয়াভেদে ইহাদের সংখ্যা কত?
- উঃ— কুশল চিত্ত ১৭, অকুশল চিত্ত ১২, বিপাক চিত্ত ৩২ ও ক্রিয়া চিত্ত ২০, মোট সংখ্যা ৮১।
- প্রঃ— লৌকিক চিত্ত সমূহের বেদনা হিসাবে শ্রেণী ভাগ কিরূপ?
- উঃ— উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত ৪৭,
সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ৩০,
দৌর্মনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ২,
সুখ বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১,
দুঃখ বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১,— মোট ৮১।

(ঘ) লোকোত্তর চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— লোকোত্তর চিত্তের সংখ্যা কত প্রকার ও কি কি?
- উঃ— লোকোত্তর চিত্তের সংখ্যা ৮ প্রকার, যথাঃ মার্গচিত্ত ৪ ও ফল চিত্ত ৪, — মোট ৮ প্রকার।
- প্রঃ— মার্গ চিত্ত ৪ প্রকার ও ফল চিত্ত ৪ প্রকারের বিভাগ কিরূপ?
- উঃ— স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত ১ প্রকার, ফল চিত্ত ১ প্রকার।
সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত ১ প্রকার, ফল চিত্ত ১ প্রকার
অনাগামী মার্গ চিত্ত ১ প্রকার, ফল চিত্ত ১ প্রকার
অর্হত্ব মার্গ চিত্ত ১ প্রকার, ফল চিত্ত ১ প্রকার।

প্রঃ— সংক্ষেপে চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— সংক্ষেপে চিত্ত সংখ্যা ৮৯, যথাঃ— লৌকিক চিত্ত ৮১, লোকান্তর চিত্ত ৮, — মোট ৮৯ প্রকার।

প্রঃ— উক্ত চিত্ত সংখ্যার শ্রেণী বিভাগ প্রদর্শন কর।

উঃ— অকুশল চিত্ত ১২, বিপাক চিত্ত ৩৬ ও ক্রিয়া চিত্ত ২০ প্রকার।

প্রঃ— বিস্তৃতার্থে চিত্তের সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— বিস্তৃতার্থে চিত্তের সংখ্যা ১২১, যথাঃ— লৌকিক চিত্ত ৮১, লোকান্তর চিত্ত ৪০,— মোট ১২১ প্রকার।

প্রঃ— লোকান্তর চিত্ত ৪০টির শ্রেণী ভাগ প্রদর্শন কর।

উঃ— প্রথম ধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত ১, দ্বিতীয় ধ্যান ১, তৃতীয় ধ্যান ১, চতুর্থ ধ্যান, ১, পঞ্চম ধ্যান ১, — মোট স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত ৫। উক্তানুরূপ সঙ্কদাগামী মার্গচিত্ত ৫, অনাগামী মার্গচিত্ত ৫, অর্হত্ব মার্গচিত্ত ৫, — মোট মার্গচিত্ত ২০। তদনুরূপ ফল চিত্ত ২০, — মোট বিস্তৃতার্থে লোকান্তর চিত্ত ৪০ প্রকার।

প্রঃ— লোকান্তর চিত্ত ৪০টির সহিত সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি?

উঃ— সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ৩২টি, উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত চিত্ত ৮টি।

প্রঃ— অর্পণা ধ্যান চিত্ত কাহাকে বলে ও কত প্রকার?

উঃ— মহদগত চিত্ত ২৭, লোকান্তর চিত্ত ৪০, এই ৬৭ প্রকার চিত্তকে অর্পণা ধ্যান চিত্ত বলে।

প্রঃ— ৬৭ প্রকার অর্পণা ধ্যান চিত্তের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যান চিত্ত কত প্রকার?

উঃ— প্রথম ধ্যান ১১, দ্বিতীয় ধ্যান ১১, তৃতীয় ধ্যান ১১, চতুর্থ ধ্যান ১১, পঞ্চম ধ্যান ২৩,— মোট ৬৭ প্রকার।

প্রঃ— অর্পণা ধ্যান চিত্তে সৌমনস্য বেদনা কয়টি ও উপেক্ষা বেদনা কয়টি?

উঃ— অর্পণা ধ্যান চিত্তে, সৌমনস্য বেদনা ৪৪টি, উপেক্ষা বেদনা ২৩টি।

প্রঃ— ১২১ চিত্তের শ্রেণী বিভাগ কিরূপ?

উঃ— লৌকিক চিত্ত ৮১, লোকান্তর চিত্ত ৪০,— মোট ১২১।

প্রঃ— ১২১ চিত্তের মধ্যে কুশল চিত্ত কত প্রকার ও কি কি?

উঃ— কুশল চিত্ত ৩৭ প্রকার, তন্মধ্যে লৌকিক কুশল চিত্ত ১৭ প্রকার ও লোকান্তর কুশলচিত্ত ২০ প্রকার।

প্রঃ— উক্ত চিত্তসমূহের মধ্যে বিপাক চিত্ত কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— বিপাক চিত্ত ৫২ প্রকার, তন্মধ্যে লৌকিক বিপাক চিত্ত ৩২ প্রকার ও লোকান্তর

বিপাক চিত্ত ২০ প্রকার ।

প্রঃ— ১২১ প্রকার চিত্তের মধ্যে কোন্ বেদনায়ুক্ত চিত্ত কয়টি?

উঃ— দৌর্মনস্য সহগত চিত্ত ৬২, উপেক্ষা সহগত চিত্ত ৫৫, সৌম্নস্য সহগত চিত্ত ২, সুখ বেদনা যুক্ত চিত্ত ১, দুঃখ বেদনা যুক্ত চিত্ত ১,— মোট ১২১টি ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২। চৈতসিক সংগ্রহে

(ক) চৈতসিকের শ্রেণী বিভাগ ও সম্প্রয়োগ নীতি

প্রঃ— চৈতসিক সমূহের অঙ্গ লক্ষণ কয় প্রকার ?

উঃ— চৈতসিক সমূহের অঙ্গ লক্ষণ চারি প্রকার, যথাঃ—চিত্তের সহিত একসঙ্গে উৎপত্তি, এক সঙ্গে নিরোধ, এক আলম্বন গ্রাহী ও এক বস্তুতে আশ্রিত ।

প্রঃ— চৈতসিক কাহাকে বলে?

উঃ— যদ্বারা চিত্ত বিভিন্ন অবস্থা ও নাম প্রাপ্ত হয়, তাহাই চৈতসিক ।

প্রঃ— চৈতসিকের সংখ্যা কত প্রকার?

উঃ— চৈতসিকের সংখ্যা ৫২ প্রকার ।

প্রঃ— চৈতসিকের শ্রেণীভাগ মোটামুটি কিরূপে করা যায়?

উঃ— চৈতসিকের শ্রেণী ভাগ মোটামুটি তিন প্রকারে করা যায়, যথাঃ— অন্য-সমান রাশি, অকুশল রাশি ও শোভন রাশি ।

প্রঃ— অন্য-সমান চৈতসিকের সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— অন্য-সমান চৈতসিকের সংখ্যা ১৩, তন্মধ্যে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক ৭ ও প্রকীর্কক চৈতসিক ৬, — এই ১৩ প্রকার ।

প্রঃ— কি কারণে ইহাদিগকে অন্য-সমান চৈতসিক বলে?

উঃ— ইহার কুশল, অকুশল যে কোন চিত্তের সহিত যুক্ত হইলে সেই চিত্ত-সদৃশ আকার বা স্বভাব ধারণ করে, তদ্ব্যতীত ইহাদিগকে অন্য-সমান চৈতসিক বলে ।

প্রঃ— সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক ৭ প্রকার কি কি?

উঃ— স্পর্শ, বেদনা সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, মনসিকার ও জীবিতেন্দ্রিয়,— এই ৭ প্রকার ।

প্রঃ— কি কারণে ইহাদিগকে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক বলে?

উঃ— সংক্ষেপত ৮৯ চিত্তে, বিস্তৃতার্থে ১২১ চিত্তে, উক্ত চৈতসিক সমূহ যুক্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক বলে ।

- প্রঃ— প্রকীর্তক চৈতসিকের সংখ্যা কত ও কি কি?
- উঃ— ইহাদের সংখ্যা ৬, যথাঃ— বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি ও ছন্দ,
— ইহারা প্রকীর্তক চৈতসিক।
- প্রঃ— কি কারণে প্রকীর্তক চৈতসিক বলা হয়?
- উঃ— ইহারা শোভন, অশোভন চিত্ত সমূহে যথাযোগ্য অনুসারে মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রকীর্তক চৈতসিক বলে।
- প্রঃ— অকুশল রাশিতে চৈতসিক সংখ্যা কত?
- উঃ— অকুশল রাশিতে চৈতসিক সংখ্যা ১৪।
- প্রঃ— উক্ত ১৪ প্রকার অকুশল রাশিকে কিরূপে শ্রেণী ভাগ করা যায়?
- উঃ— মোহ চতুষ্ক ৪, যথাঃ—মোহ অহী, অনৌত্তাপ্য ও ঔদ্ধত্য।
- প্রঃ— লোভত্রিক ৩, যথাঃ—লোভ, মান ও দৃষ্টি।
দ্বেষ, চতুষ্ক ৪, যথাঃ—দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও কৌকৃত্য।
শেষত্রিকে ৩, যথাঃ—স্ত্যান, মিদ্ধ ও বিচিকিৎসা।
- প্রঃ— কি কারণে অকুশল চৈতসিক বলা হয়?
- উঃ— সংসারে প্রাণীসমূহ যদ্বারা উপদ্রুত ও উৎপীড়িত হয়, যাহা প্রাণীসমূহকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়া অপায়াদি বিবিধ দুঃখ প্রাপ্ত করায়, তদ্বৎ, ইহাদিগকে অকুশল চৈতসিক বলা হয়।
- প্রঃ— শোভন রাশিতে চৈতসিক সংখ্যা কত প্রকার?
- উঃ— শোভন রাশিতে চৈতসিক সংখ্যা মোট ২৫ প্রকার।
- প্রঃ— ২৫ প্রকার শোভন চৈতসিকের শ্রেণী বিভাগ প্রদর্শন কর।
- উঃ— শোভন সাধারণ চৈতসিক ১৯, বিরতি চৈতসিক ৩, প্রজ্ঞা চৈতসিক ১, অপ্রমেয় চৈতসিক ২,- মোট ২৫ প্রকার।
- প্রঃ— শোভন সাধারণ চৈতসিক ১৯ প্রকার কি কি?
- উঃ— শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী, ঔত্তাপ্য, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা, কায়-প্রশুদ্ধি, চিত্ত-প্রশুদ্ধি, কায়-মৃদুতা, চিত্তমৃদুতা, কায়-লঘুতা চিত্ত-লঘুতা, কায়-কর্মণ্যতা, চিত্ত কর্মণ্যতা, কায়-প্রাণুণ্যতা, চিত্ত-প্রাণুণ্যতা, কায়-ঋজুকতা, চিত্ত ঋজুকতা,
— এই ১৯ প্রকার।
- প্রঃ— বিরতি চৈতসিক ৩ প্রকার কি কি?
- উঃ— সম্যক্ বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক আজীব।
- প্রঃ— বিরতি চৈতসিক তিনটিকে অন্য প্রকারে বিভক্ত করিলে কয় প্রকার হয়?
- উঃ— ইহা তিন প্রকার হয়, যথাঃ— সমাধান বিরতি, সম্প্রাপ্ত বিরতি ও সমুচ্ছেদ বিরতি।
- প্রঃ— অপ্রমেয় চৈতসিক দুই প্রকার কি কি?

- উঃ— দুঃখিত সত্ত্বের প্রতি করুণা ও অপরের সুখে সুখী হওয়া মুদিতা ।
- প্রঃ— প্রজ্ঞা চৈতসিক কাহাকে বলে?
- উঃ— যদ্বারা নামরূপের স্বভাব প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়, অর্থাৎ যথাভূত জ্ঞানে দর্শন করা যায় তাকে প্রজ্ঞা বলে । ইহা সম্যক দৃষ্টি, তথা অমোহ নামেও অভিহিত হয় ।
- প্রঃ— চিন্তা, চৈতসিকের বিভাগনীতি কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— ইহাদের বিভাগনীতি দুই প্রকার, যথাঃ— সম্প্রয়োগনীতি ও সংগ্রহনীতি ।
- প্রঃ— সম্প্রয়োগনীতি ও সংগ্রহনীতি কিরূপে হয়, তাহা পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।
- উঃ— চিন্তের সহিত চৈতসিক সমূহের সংযোগ হওয়াকে সম্প্রয়োগ কহে এবং সম্প্রযুক্ত চৈতসিকের সংখ্যা গণনাকে-সংগ্রহনীতি কহে ।
- প্রঃ— সর্বচিন্তা সাধারণ চৈতসিক ৭টি কত সংখ্যক চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— সর্বচিন্তা সাধারণ চৈতসিক ৭টি, সংক্ষেপে ৮৯ চিন্তা ও বিস্তৃতার্থে ১২১ চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।
- প্রঃ— প্রকীর্তক চৈতসিক ৬টির মধ্যে, “বিতর্ক” চৈতসিকটি কত সংখ্যক চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।
- উঃ— “বিতর্ক” চৈতসিক দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান বর্জিত অবশিষ্ট কামাচর চিন্তা ৪৪, প্রথমধ্যান চিন্তা ১১, — মোট ৫৫ চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।
- প্রঃ— “বিচার” চৈতসিক কত সংখ্যক চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।
- উঃ— “বিচার” চৈতসিক দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান বর্জিত অবশিষ্ট কামাচর চিন্তা ৪৪, প্রথমধ্যান চিন্তা ১১, দ্বিতীয় ধ্যান চিন্তা ১১,— মোট ৬৬ চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয়?
- প্রঃ— “বীর্য” চৈতসিক কত সংখ্যক চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— “বীর্য” চৈতসিক দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ চিন্তা, সন্তীরণ চিন্তা ও পঞ্চদ্বারাবর্তন চিন্তা বর্জিত, অবশেষ ১০৫ চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।
- প্রঃ— “প্রীতি” চৈতসিকের সম্প্রয়োগ কিরূপে হয়?
- উঃ— দৌর্মনুস্য সহগত চিন্তা, উপেক্ষা সহগত চিন্তা, কায় বিজ্ঞান ও চতুর্থ ধ্যান চিন্তা বর্জিত, অবশেষ সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত ৫১ চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।
- প্রঃ— “হৃদ” চৈতসিকের সহিত সম্প্রয়োগ চিন্তা কত?
- উঃ— মোহ মূলক চিন্তা ২ এবং অহেতুক চিন্তা ১৮ বর্জিত, অবশেষ ১০১ চিন্তের সহিত হৃদ চৈতসিক যুক্ত হয় ।
- প্রঃ— অধিমোক্ষ চৈতসিকের সহিত চিন্তা সংখ্যা কত সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— ১০ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ও বিচিকিৎসা বর্জিত-অবশেষ ১১০ চিন্তের সহিত সম্প্রয়োগ হয় ।

- প্রঃ— মোহ চতুষ্ক কোন্ চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়?
- উঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— দৃষ্টি চৈতসিকের সম্প্রযোগ কয় প্রকার চিত্তের সহিত হয়?
- উঃ— চারি প্রকার দৃষ্টি সম্প্রযুক্ত চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— মান চৈতসিকের সম্প্রযোগ কিরূপ?
- উঃ— চারি পকার দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত চিত্তের সহিত মান সম্প্রযুক্ত হয়।
- প্রঃ— স্ত্যান, মিত্ত চৈতসিক দুইটির সম্প্রযোগ কিরূপ?
- উঃ— পাঁচ প্রকার সসংস্কারিক চিত্তের সহিত স্ত্যান, মিত্ত সম্প্রযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত বিচিকিৎসা চৈতসিক বিচিকিৎসা সহগত চিত্তের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়।

(খ) শোভন চৈতসিকের সম্প্রযোগনীতি

- প্রঃ— ১৯ প্রকার শোভন চৈতসিক কোন্ চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়?
- উঃ— ৯১ প্রকার শোভন চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— বিরতি চৈতসিক ৩টি কোন্ কোন্ চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়?
- উঃ— কামাবচর কুশল চিত্ত ৮, লোকোত্তর চিত্ত ৮, মোট ১৬ প্রকার চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— প্রৌক্ত চৈতসিক সমূহ কোন্ চিত্তের সহিত কিরূপ সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— কামাবচর কুশল চিত্তের সহিত কখন কখনও পৃথক পৃথকভাবে যুক্ত হয়। লোকোত্তর চিত্তে নিত্য একত্রে সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— অপ্রমেয় চৈতসিক কোন্ কোন্ চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়?
- উঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত ৮, মহাকুশল চিত্ত ৮, পঞ্চম ধ্যানবর্জিত রূপাবচর চিত্ত ১২, - মোট ২৮ প্রকার চিত্তের সহিত সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— সম্প্রযোগের সময় কিরূপে সম্প্রসারণ হয়?
- উঃ— সর্বদা সম্প্রযোগ হয় না, আলম্বন ও কৃত্যের সুযোগ পাইলে পৃথক পৃথক সম্প্রযোগ হয়।
- প্রঃ— প্রজ্ঞা চৈতসিক কোন্ চিত্তের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— কুশল, বিপাক, ক্রিয়া, জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত ১২ প্রকার, মহদগত চিত্ত ২৭, লোকোত্তর চিত্ত ৮, এই সমস্ত চিত্তের সহিত প্রজ্ঞা চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়।

(গ) অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহনীতি

- প্রঃ— লোভমূলক প্রথম অসংস্কারিক চিত্তে চৈতসিক কত প্রকার?
- উঃ— চৈতসিক ১৯ প্রকার, যথাঃ- অন্য সমান চৈতসিক ১৩, মোহ চতুষ্ক ৪, লোভ চৈতসিক ১, দৃষ্টি চৈতসিক ১, -এই ১৯ প্রকার ।
- প্রঃ— লোভমূলক দ্বিতীয় অসংস্কারিক চিত্তে চৈতসিক কত প্রকার?
- উঃ— চৈতসিক ১৯ প্রকার, যথাঃ অন্য সমান চৈতসিক ১৩, মোহ চতুষ্ক ৪, লোভ চৈতসিক ১, মান চৈতসিক ১, -এই ১৯ প্রকার ।
- প্রঃ— লোভমূলক তৃতীয় অসংস্কারিক চিত্তে, চৈতসিক কত প্রকার ও কি কি?
- উঃ— চৈতসিক ১৮ প্রকার, যথাঃ— প্রীতি বর্জিত অন্য সমান চৈতসিক ১২, মোহ চতুষ্ক ৪, লোভ চৈতসিক ১, দৃষ্টি চৈতসিক ১ ।
- প্রঃ— লোভমূলক চতুর্থ অসংস্কারিক চিত্তে চৈতসিক কত প্রকার ও কি কি?
- উঃ— চৈতসিক ১৮ প্রকার, যথাঃ— প্রীতি বর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১২, মোহ চতুষ্ক ৪, লোভ চৈতসিক ১, মাস চৈতসিক ১, — এই ১৮ প্রকার ।
- প্রঃ— প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সসংস্কারিক চিত্তসমূহের চৈতসিক সংগ্রহনীতি ও সংখ্যাগুলি পৃথক পৃথক প্রদর্শন কর ।
- উঃ— প্রথম সসংস্কারিক চিত্তে স্ত্যানমিদ্ধসহ ২১ প্রকার চৈতসিক সংযোগ হয় । দ্বিতীয় সসংস্কারিক চিত্তে স্ত্যানমিদ্ধসহ ২১ প্রকার চৈতসিক সংযোগ হয় । তৃতীয় সসংস্কারিক চিত্তের স্ত্যানমিদ্ধসহ ২০ প্রকার চৈতসিক সংযোগ হয় ও চতুর্থ সসংস্কারিক চিত্তে স্ত্যানমিদ্ধসহ ২০ প্রকার চৈতসিক সংযোগ হয় ।
- প্রঃ— লোভমূলক চিত্তে সংগ্রহনীতি মোট কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— সংগ্রহনীতি চারি প্রকার, যথাঃ- ১৯, ১৮, ২১, ২০, -এই চারি প্রকার নীতিতে সংগৃহীত হয় ।
- প্রঃ— দ্বেষমূলক অসংস্কারিক চিত্তে চৈতসিক কত প্রকার সম্প্রয়োগ হয় ও কি কি?
- উঃ— ২০ প্রকার চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয় । যথাঃ প্রীতিবর্জিত অন্য সমান চৈতসিক ১২, মোহ চতুষ্ক ৪, দ্বেষ চতুষ্ক ৪, — এই ২০ প্রকার ।
- প্রঃ— দ্বেষমূলক সসংস্কারিক চিত্তে কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— ২২ প্রকার চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয় । যথাঃ প্রীতিবর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১২, মোহ চতুষ্ক ৪, দ্বেষ চতুষ্ক ৪, স্ত্যান ও মিদ্ধ ২, — এই ২২ প্রকার ।
- প্রঃ— বিচিকিৎসা সহগত চিত্তে কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— ১৫ প্রকার চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয় । যথাঃ প্রীতি, অধিমোক্ষ ও হ্রদ বর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১০, মোহাদি ৪ ও বিচিকিৎসা ১;— এই ১৫ প্রকার ।
- প্রঃ— ঔদ্ধত্য সহগত চিত্তে কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— ১৫ প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয় । যথাঃ-প্রীতি ও হ্রদবর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১১, মোহাদি ৪; -এই ১৫ প্রকার ।

- প্রঃ— ১০ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞানের সহিত কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— ৭ প্রকার সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয় ।
- প্রঃ— সৌমনস্য সন্তীরণ চিত্তের সহিত কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— ১১ প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয় । যথাঃ বীৰ্য ও হৃন্দবর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১১ ।
- প্রঃ— মনোদ্বারিক চিত্তের সহিত যুক্ত চৈতসিক কয় প্রকার?
- উঃ— চৈতসিক ১১ প্রকার, যথাঃ প্রীতি ও হৃন্দবর্জিত অন্য সমান চৈতসিক ১১ প্রকার ।
- প্রঃ— হাস্যপ্তি চিত্তে কত চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— হৃন্দ বর্জিত ১২ প্রকার অন্য-সমান চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয় ।
- প্রঃ— অবশিষ্ট অহেতুক চিত্ত পাঁচটির সহিত কত চৈতসিক যুক্ত হয়?
- উঃ— বীৰ্য, প্রীতি ও হৃন্দবর্জিত ১০ প্রকার অন্য-সমান চৈতসিক সহিত যুক্ত হয় ।
- প্রঃ— অহেতুক চিত্ত সংগ্রহে সংগ্রহনীতি কয় প্রকার?
- উঃ— সংগ্রহনীতি ৪ প্রকার, যথাঃ— (১) সপ্তনীতি, (২) একাদশ নীতি (৩) দ্বাদশ নীতি ও (৪) দশম নীতি ।

(ঘ) কামাবচর শোভন চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহনীতি

- প্রঃ— প্রথম মহাকুশল চিত্ত দুইটিতে কত চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— ৩৮ প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয় । যথাঃ— অন্য-সমান চৈতসিক ১৩ ও শোভন চৈতসিক ২৫; — এই ৩৮ প্রকার ।
- প্রঃ— দ্বিতীয় মহাকুশল চিত্ত দুইটির চৈতসিক সংখ্যা কত?
- উঃ— চৈতসিক সংখ্যা ৩৭ প্রকার, যথাঃ— অন্য-সমান চৈতসিক ১৩ ও জ্ঞানবর্জিত শোভন চৈতসিক ২৪,— এই ৩৭ প্রকার ।
- প্রঃ— তৃতীয় মহাকুশল চিত্ত দুইটিতে চৈতসিকের সংখ্যা কত?
- উঃ— চৈতসিকের সংখ্যা ৩৭, যথাঃ— প্রাতিবর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১২ ও শোভন চৈতসিক ২৫,— এই ৩৭ প্রকার ।
- প্রঃ— চতুর্থ মহাকুশল চিত্ত দুইটিতে চৈতসিক কত প্রকার যুক্ত হয়?
- উঃ— ৩৬ প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয় । যথাঃ— প্রীতিবর্জিত অন্য-সমান চৈতসিক ১২ ও জ্ঞানবর্জিত শোভন চৈতসিক ২৪,— এই ৩৬ প্রকার ।
- প্রঃ— প্রথম মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটি, দ্বিতীয় মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটি ও তৃতীয় মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটি এবং চতুর্থ মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটিতে সংযুক্ত চৈতসিক সমূহ পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।
- উঃ— প্রথম মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটিতে সংযুক্ত চৈতসিক ৩৫ ।
- দ্বিতীয় মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটিতে সংযুক্ত চৈতসিক ৩৪ ।

তৃতীয় মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটিতে সংযুক্ত চৈতসিক ৩৪ ।

চতুর্থ মহাক্রিয়া চিত্ত দুইটিতে সংযুক্ত চৈতসিক ৩৩ ।

প্রঃ— মহাবিপাক চিত্তের প্রথম যুগলে, দ্বিতীয় যুগলে, তৃতীয় যুগলে ও চতুর্থ যুগলে, চৈতসিক সংখ্যা কত যুক্ত হয়, পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।

উঃ— মহাবিপাক চিত্তের প্রথম যুগলে চৈতসিক যুক্ত হয় ৩৩ ।

মহাবিপাক চিত্তের দ্বিতীয় যুগলে চৈতসিক যুক্ত হয় ৩২ ।

মহাবিপাক চিত্তের তৃতীয় যুগলে চৈতসিক যুক্ত হয় ৩২ ।

মহাবিপাক চিত্তের চতুর্থ যুগলে চৈতসিক যুক্ত হয় ৩১ ।

প্রঃ— কামাবচর শোভন চিত্তসমূহ কয় প্রকারে সংগৃহীত হয়?

উঃ— দ্বাদশ প্রকারে ইহা সংগৃহীত হয় । যথাঃ—কুশল সংগ্রহনীতি ৪, বিপাক সংগ্রহনীতি ৪ ও ক্রিয়া সংগ্রহনীতি ৪ ।

(ঙ) মহদগত চিত্তের চৈতসিক সংগ্রহনীতি

প্রঃ— মহদগত চিত্তসমূহের প্রথম ধ্যানে, দ্বিতীয় ধ্যানে, তৃতীয় ধ্যানে, চতুর্থ ধ্যানে ও পঞ্চম ধ্যানে, সম্প্রযুক্ত চৈতসিক সংখ্যা কত পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।

উঃ— প্রথম ধ্যানে ৩৫ চৈতসিক যুক্ত হয় । যথাঃ— অন্য-সমান চৈতসিক ১৩ ও বিরতি বর্জিত শোভন চৈতসিক ২২ । দ্বিতীয় ধ্যানে প্রোক্ত চৈতসিক হতে বিতর্ক বাদ ৩৪ চৈতসিক যুক্ত হয় । তৃতীয় ধ্যানে বিতর্ক, বিচারবর্জিত, অবশিষ্ট ৩৩ চৈতসিক যুক্ত হয় । চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক, বিচার প্রাতিবর্জিত ৩২ চৈতসিক যুক্ত হয় । পঞ্চম ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি ও অপ্রমেয় চৈতসিক বর্জিত ৩০ চৈতসিক যুক্ত হয় ।

প্রঃ— মহদগত চিত্তসমূহের সংগ্রহনীতি কয় প্রকার?

উঃ— সংগ্রহনীতি ৫ প্রকার, যথাঃ— ১ম নীতিতে ৩৫ চৈতসিক ।

২য় নীতিতে ৩৪ চৈতসিক ।

৩য় নীতিতে ৩৩ চৈতসিক ।

৪র্থ নীতিতে ৩২ চৈতসিক ।

৫ম নীতিতে ৩০ চৈতসিক ।

(চ) লোকোত্তর চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহনীতি

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্তসমূহের প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান ও পঞ্চম ধ্যান চিত্তের সহিত সম্প্রযুক্ত চৈতসিক সংখ্যা কত পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।

উঃ— প্রথম ধ্যান চিত্তের সহিত অন্য-সমান চৈতসিক ১৩ ও অপ্রমেয় বর্জিত শোভন

চৈতসিক ২৩,— এই ৩৬ চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয় ধ্যান চিত্তে বিতর্কবর্জিত ৩৫ চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় ধ্যান চিত্তে বিতর্ক, বিচারবর্জিত ৩৪ চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। চতুর্থ ধ্যান চিত্তে বিতর্ক, বিচার, প্রীতিবর্জিত ৩৩ চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। পঞ্চম ধ্যান চিত্তে বিতর্ক, বিচার, প্রীতিবর্জিত ৩৩ চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়।

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্তের সংগ্রহনীতি কয় প্রকার?

উঃ— পাঁচ প্রকার, যথাঃ— ১ম নীতিতে ৩৬, ২য় নীতিতে ৩৫, ৩য় নীতিতে ৩৪, ৪র্থ নীতিতে ৩৩ ও ৫ম নীতিতে ৩৩ চৈতসিক যুক্ত হয়।

প্রঃ— চিত্তসমূহে নিত্য প্রযুক্ত হয় না, এমন অনিয়ত যোগী চৈতসিক কত প্রকার?

উঃ— তদ্রূপ অনিয়ত চৈতসিক ১১ প্রকার, যথাঃ— মান, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান ও মিদ্ধ— এই ৬ প্রকার, বিরতি চৈতসিক ৩ প্রকার এবং অপ্রমেয় চৈতসিক ২ প্রকার;— এই ১১ প্রকার।

প্রঃ— প্রোক্ত চৈতসিক সমূহকে কেন অনিয়ত যোগী বলা হয়?

উঃ— উক্ত চৈতসিক সমূহের পরস্পর আলম্বনের বৈসাদৃশ্য হেতু অর্থাৎ আলম্বনের বিভিন্নতা প্রযুক্ত ইহারা একযোগে একচিত্তে নিয়ত উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া ইহাদিগকে অনিয়ত যোগী চৈতসিক বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩। প্রকীর্তক সংগ্রহে

(ক) হেতু সংগ্রহ

প্রঃ— প্রত্যয় সমূহের বহু উপকারক হেতু ধর্ম কয়টি?

উঃ— হেতু ধর্ম ৬টি, যথাঃ— লোভ হেতু, দ্বেষ হেতু, মোহ হেতু, অলোভ হেতু, অদ্বেষ হেতু ও অমোহ হেতু।

প্রঃ— অহেতুক চিত্ত কয় প্রকার?

উঃ— অহেতুক চিত্ত ১৮ প্রকার।

প্রঃ— এক হেতুক চিত্ত কয়টি?

উঃ— এক হেতুক চিত্ত দুইটি, যথাঃ— দুই মোহমূলক চিত্ত।

প্রঃ— দ্বিহেতুক চিত্ত কয় প্রকার?

উঃ— দ্বিহেতুক চিত্ত ২২ প্রকার। যথাঃ— লোভ চিত্ত ৮, দ্বেষ চিত্ত ২, জ্ঞান বিপ্রযুক্ত কুশল চিত্ত ৪, জ্ঞান বিপ্রযুক্ত বিপাক চিত্ত ৪ ও জ্ঞানবিপ্রযুক্ত ক্রিয়া চিত্ত ৪।

প্রঃ— ত্রিহেতুক চিত্ত কয়টি ও কি কি?

উঃ— ত্রিহেতুক চিত্ত ৪৭ প্রকার, যথাঃ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্ত ৪, জ্ঞানসম্প্রযুক্ত

বিপাকজনিত ৪, জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ক্রিয়া চিত্ত ৪, মহদগত চিত্ত ২৭, লোকোত্তর চিত্ত ৮ ।

(খ) কৃত্য সংগ্রহ

প্রঃ— কৃত্য কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— কৃত্য ১৪ প্রকার, যথাঃ— (১) দর্শন কৃত্য, (২) শ্রবণ কৃত্য (৩) ঘ্রাণ কৃত্য, (৪) আত্মদান কৃত্য, (৫) স্পর্শন কৃত্য, (৬) সম্প্রতীচ্ছ কৃত্য, (৭) সন্তীরণ কৃত্য, (৮) ব্যবস্থাপন কৃত্য, (৯) জবন কৃত্য, (১০) তদালম্বন কৃত্য, (১১) চ্যুতি কৃত্য, (১২) প্রতিসন্ধি কৃত্য, (১৩) ভবান্স কৃত্য ও (১৪) আবর্জন কৃত্য ।

প্রঃ— উপেক্ষা সন্তীরণ চিত্ত দুইটি কয় প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— পাঁচ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে, যথাঃ— (১) প্রতিসন্ধি কৃত্য, (২) ভবান্স কৃত্য, (৩) সন্তীরণ কৃত্য, (৪) তদালম্বন কৃত্য, ও (৫) চ্যুতি কৃত্য ।

প্রঃ— আবর্জন কৃত্যের সহিত সম্বন্ধীভূত চিত্ত কয়টি?

উঃ— দুইটি, যথাঃ— পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ও মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ।

প্রঃ— চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান ও সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত সমূহের কৃত্য পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।

উঃ— চক্ষু বিজ্ঞান— দর্শন কৃত্য সম্পাদন করে ।

শ্রোত্র বিজ্ঞান— শ্রবণ কৃত্য সম্পাদন করে ।

ঘ্রাণ বিজ্ঞান— ঘ্রাণ কৃত্য সম্পাদন করে ।

জিহ্বা বিজ্ঞান— আত্মদান কৃত্য সম্পাদন করে ।

কায় বিজ্ঞান — স্পর্শ কৃত্য সম্পাদন করে ।

সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত— সম্প্রতীচ্ছ কৃত্য সম্পাদন করে ।

প্রঃ— মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত কোন্ কৃত্যে নিত্য নিযুক্ত থাকে?

উঃ— ব্যবস্থাপন কৃত্যে নিত্য নিযুক্ত থাকে ।

প্রঃ— জবন কৃত্য সম্পাদন করে এরূপ চিত্ত কয়টি ও কি কি?

উঃ— এরূপ চিত্ত ৫৫টি, যথাঃ— অকুশল চিত্ত ১২, কুশল চিত্ত ২১, দুই আবর্তন চিত্ত বর্জিত ক্রিয়া চিত্ত ১৮, এবং ফল চিত্ত ৪,— মোট ৫৫টি ।

প্রঃ— তদালম্বন কৃত্য সম্বন্ধীয় চিত্ত সংখ্যা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ১১ প্রকার, যথাঃ— সন্তীরণ চিত্ত ৩ ও মহাবিপাক চিত্ত ৮ ।

প্রঃ— সৌমেনস্য সন্তীরণ চিত্ত কয়টি কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— ২টি কৃত্য সম্পাদন করে, যথাঃ— সন্তীরণ কৃত্য ও তদালম্বন কৃত্য ।

প্রঃ— মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত কয়টি কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— ২টি কৃত্য সম্পাদন করে, যথাঃ— ব্যবস্থাপন কৃত্য ও আবর্তনকৃত্য ।

প্রঃ— ৮ প্রকার মহাবিপাক চিত্তের কৃত্য কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— কৃত্য ৪ প্রকার, যথাঃ— প্রতিসন্ধি কৃত্য, ভবান্স কৃত্য, তদালম্বন কৃত্য ও চ্যুতি কৃত্য ।

প্রঃ— ৯টি মহদগত বিপাক চিত্ত কয়টি কৃত্য সম্পাদন করে?

- উঃ— তিনটি কৃত্য সম্পাদন করে, যথাঃ— প্রতিসন্ধি কৃত্য, ভবাঙ্গ কৃত্য, ও চ্যুতি কৃত্য ।
- প্রঃ— একটি কৃত্য সম্পাদন করে এরূপ চিত্ত কয়টি?
- উঃ— এরূপ চিত্ত ৬৮টি, যথাঃ জবন চিত্ত ৫৫, দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান চিত্ত ১০, সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত ২, পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ১ ।
- প্রঃ— দুইটি কৃত্য সম্পাদন করে এরূপ চিত্ত কয়টি?
- উঃ— দুইটি, যথাঃ— সৌমনস্য সন্তীরণ চিত্ত ও মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ।
- প্রঃ— চারি কৃত্য সম্পাদিত হয় এরূপ চিত্ত কয়টি?
- উঃ— এরূপ চিত্ত ৮টি, অর্থাৎ ৮ প্রকার মহাবিপাক চিত্ত ।
- প্রঃ— তিন কৃত্য সম্পাদিত হয় কয়টি চিত্ত দ্বারা?
- উঃ— মহদগত বিপাক চিত্ত ৯টি দ্বারা তিন কৃত্য সম্পাদিত হয় ।
- প্রঃ— পাঁচ কৃত্য সম্পাদিত হয় কয়টি চিত্ত দ্বারা?
- উঃ— উপেক্ষা চিত্ত ও সন্তীরণ চিত্ত দ্বারা ।

(গ) দ্বার সংগ্রহ

- প্রঃ— দ্বার কয় প্রকার ?
- উঃ— দ্বার ছয় প্রকার, যথাঃ— চক্ষু-দ্বার, শ্রোত্র-দ্বার, ঘ্রাণ-দ্বার, জিহ্বা-দ্বার, কায়-দ্বার ও মনো-দ্বার ।
- প্রঃ— দ্বার কেন বলা হয় ও ইহার স্বভাব ধর্ম কিরূপ ।
- উঃ— রূপ, শব্দাদি আলম্বন গ্রহণার্থ চিত্ত চৈতসিকের নির্গমন ও প্রবেশ পথস্বরূপ চক্ষু, শ্রোত্রাদিকে দ্বার বলা হয় ।
- প্রঃ— মনোদ্বার কাহাকে বলা হয়?
- উঃ— ১৯ প্রকার ভবাঙ্গ চিত্তকে মনোদ্বার বলা হয় ।
- প্রঃ— পঞ্চদ্বার বলিতে কি বুঝায়?
- উঃ— চক্ষু প্রসাদাদি পাঁচটিকে পঞ্চদ্বার বলে ।
- প্রঃ— মনোদ্বারের স্বরূপ ও সংখ্যা বর্ণনা কর ।
- উঃ— ১৯ প্রকার ভবাঙ্গ চিত্তই মনোদ্বার । ইহা আগন্তুক ক্রেশে-ক্লিষ্ট না হইলে, অতীব নির্মল ও আভাস্বরময় হয়, ইহাকে নামও বলে ।
- প্রঃ— চক্ষু বিজ্ঞানাদির উৎপত্তি দ্বার পৃথক পৃথক বর্ণনা কর ।
- উঃ— চক্ষু বিজ্ঞান চক্ষুদ্বারে উৎপন্ন হয় ।
- শ্রোত্র বিজ্ঞান শ্রোত্রদ্বারে উৎপন্ন হয় ।
- ঘ্রাণ বিজ্ঞান ঘ্রাণদ্বারে উৎপন্ন হয় ।
- জিহ্বা বিজ্ঞান জিহ্বাদ্বারে উৎপন্ন হয় ।
- কায় বিজ্ঞান কায়দ্বারে উৎপন্ন হয় ।
- মনো ধাতুত্রিক পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন হয় ।
- প্রঃ— ছয়দ্বারে উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা কত?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৪১, যথাঃ— মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ১, সন্তীরণ চিত্ত ৩, মহাবিপাক চিত্ত ৮, কামজবন চিত্ত ২৯, — মোট ৪১টি ।

প্রঃ— ২৬ প্রকার অর্পণাজবন চিত্ত কোন দ্বারে উৎপন্ন হয়?

উঃ— মনোদ্বারেই অর্পণাজবন চিত্ত উৎপন্ন হয় ।

প্রঃ— ছয়দ্বার-মুক্ত চিত্ত কাহাকে বলে?

উঃ— ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্তকেই ছয়দ্বার মুক্ত চিত্ত বলে ।

প্রঃ— চক্ষুদ্বারে উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৪৬, যথাঃ— পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ১, চক্ষু বিজ্ঞান ২, সম্প্রতীজ্ঞ চিত্ত ২, সন্তীরণ চিত্ত ৩, ব্যবস্থাপন চিত্ত ১, কামাবচর জবন চিত্ত ২৯, মহাবিপাক চিত্ত ৮, — মোট ৪৬টি ।

প্রঃ— অন্যান্য দ্বারে -উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— যথাঃ— শ্রোত্রদ্বারে উৎপন্ন চিত্ত -৪৬ ।

ঘ্রাণদ্বারে উৎপন্ন চিত্ত -৪৬ ।

জিহ্বাদ্বারে উৎপন্ন চিত্ত -৪৬

কায়দ্বারে উৎপন্ন চিত্ত-৪৬

প্রঃ— মনোদ্বারে- উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৬৭, যথাঃ — জবন চিত্ত ৫৫, তদালম্বন চিত্ত ১১ ও মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ১,-মোট ৬৭ ।

প্রঃ— একদ্বারিক চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৩৬, যথাঃ-দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান-১০ ও অর্পণাজবন ২৬,-মোট ৩৬ ।

প্রঃ— পঞ্চদ্বারিক চিত্ত কয়টি ও কি কি?

উঃ— ৩টি, যথাঃ-মনোধাতুত্রিক ।

প্রঃ— ছয়দ্বারে উৎপন্ন চিত্ত কয়টি ও কি কি?

উঃ— ৩১টি, যথাঃ-কামাবচর জবন চিত্ত ২৯, সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্ত-১, মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ১,-মোট ৩১টি ।

প্রঃ— ছয়দ্বারে কখন যুক্ত, কখনও মুক্ত এরূপ চিত্ত সংখ্যা কত?

উঃ— তদ্রূপ চিত্ত সংখ্যা ১০, যথাঃ-উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ ২, ও মহাবিপাক ৮ ।

প্রঃ— ছয়দ্বারে সর্বদা যুক্ত থাকে না এমন চিত্ত কয়টি?

উঃ— মহদগত বিপাক চিত্ত ৯টি সর্বদা ছয়দ্বার মুক্ত অর্থাৎ শুধু প্রতিসন্ধি, ভবাস্ত্র, ও চ্যুতিকৃত্য সম্পাদন করে ।

(ঘ) আলম্বন সংগ্রহ

প্রঃ— আলম্বন কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— আলম্বন ছয় প্রকার, যথাঃ- রূপালম্বন, শব্দালম্বন, গন্ধালম্বন, রসালম্বন, স্পর্শালম্বন ও ধর্মালম্বন ।

- প্রঃ— ধর্মালম্বন কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— ধর্মালম্বন ছয় প্রকার, যথাঃ—প্রসাদরূপ, সূক্ষ্মরূপ, (পঞ্চালম্বনের অবশেষ রূপ), চিত্ত, চৈতসিক, নির্বাণ, ও প্রজ্ঞপ্তি, - এই ছয় প্রকার আলম্বনকেই ধর্মালম্বন বলে।
- প্রঃ— কি কারণে ইহাদেরকে আলম্বন বলে?
- উঃ— যাহা চিত্ত চৈতসিক সমূহের ধারণীয়, অবলম্বনীয়, তাহাকেই আলম্বন বলে।
- প্রঃ— ত্রিকাল মুক্ত ধর্ম কয়টি এবং কেন বলা হয়?
- উঃ— ত্রিকাল মুক্ত ধর্ম দুইটি যথাঃ— নির্বাণ ও প্রজ্ঞপ্তি, এই দুইটি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই বলিয়া ইহাদের ত্রিকাল মুক্ত ধর্ম বলা হয়।
- প্রঃ— চক্ষু বিজ্ঞান ২, শ্রোত্র বিজ্ঞান ২, ঘ্রাণ বিজ্ঞান ২, জিহ্বা বিজ্ঞান ২, কায় বিজ্ঞান ২, মনোদাত্ত ৩, ইহাদের আলম্বন কি পৃথক পৃথক বর্ণনা কর।
- উঃ— চক্ষু বিজ্ঞান উপস্থিত রূপকে আলম্বন করে।
শ্রোত্র বিজ্ঞান উপস্থিত শব্দকে আরম্বন করে।
ঘ্রাণ বিজ্ঞান উপস্থিত গন্ধকে আলম্বন করে।
জিহ্বা বিজ্ঞান উপস্থিত রসকে আলম্বন করে।
কায় বিজ্ঞান উপস্থিত স্পর্শকে আলম্বন করে।
মনোদাত্ত ত্রিক, রূপাদি ষড়ালম্বনকে গ্রহণ করে।
- প্রঃ— কামকে আলম্বন করে এরূপ চিত্ত কয়টি?
- উঃ— এরূপ চিত্ত ১২টি, যথাঃ— তদালম্বন চিত্ত ১১, হাস্যুৎপত্তি চিত্ত ১, -এই ১২টি।
- প্রঃ— নব লোকান্তর ধর্ম বর্জিত অবশিষ্ট সর্বালম্বনে যুক্ত হতে পারে এমন চিত্ত সংখ্যা কত?
- উঃ— এমন চিত্ত সংখ্যা ২০, যথাঃ—অকুশল চিত্ত ১২, জ্ঞান বিপ্রযুক্ত কুশল ও ক্রিয়া চিত্ত ৮, - এই ২০ প্রকার।
- প্রঃ— অহরত্ব মার্গফল বর্জন করিয়া অন্যসব আলম্বনে সম্প্রযুক্ত হয়, এরূপ চিত্ত সংখ্যা কত?
- উঃ— এরূপ চিত্ত সংখ্যা ৫, যথাঃ— মহাকুশল জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত ৪, ও কুশল অভিজ্ঞান চিত্ত ১, - এই ৫ প্রকার।
- প্রঃ— সমস্ত ধর্মকে আলম্বন করে এরূপ চিত্ত কয়টি?
- উঃ— এরূপ চিত্ত ৬টি, যথাঃ—জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিয়া চিত্ত ৪, ক্রিয়া অভিজ্ঞান চিত্ত ১, এবং মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ১, -এই ৬টি।
- প্রঃ— কোন্ কোন্ চিত্ত প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন করে ও তাহাদের সংখ্যা কত?
- উঃ— তাহাদের সংখ্যা ২১, যথাঃ—দুই অভিজ্ঞান বর্জিত রূপ চিত্ত ১৫, আকাশনঞ্চায়তন ধ্যান চিত্ত ৩, আকিঞ্চয়তন ধ্যান চিত্ত ৩, -এই ২১ প্রকার।
- প্রঃ— মহদগতে একান্তভাবে আলম্বন করে, এরূপ চিত্ত সংখ্যা কত?
- উঃ— এরূপ চিত্ত সংখ্যা ৬, যথাঃ—বিজ্ঞানঞ্চায়তন ধ্যান চিত্ত ৩, নৈবসংজ্ঞানসংজ্ঞা ধ্যান চিত্ত ৩, - এই ৬ প্রকার।
- প্রঃ— ৮ প্রকার লোকান্তর চিত্তের আলম্বন কি?
- উঃ— লোকান্তর চিত্তের আলম্বন একমাত্র নির্বাণ।

(ঙ) বাস্তব সংগ্রহ

প্রঃ— চিত্ত ও চৈতন্যিক সমূহের প্রতিষ্ঠা ভূমি বা বাস্ত্বরূপ কয় প্রকার?

উঃ— বাস্ত্বরূপ ছয় প্রকার, যথাঃ-চক্ষু বাস্তব, শ্রোত্র বাস্তব, ঘ্রাণ বাস্তব, জিহ্বা বাস্তব, কায় বাস্তব ও হৃদয় বাস্তব।

প্রঃ— কাম ভূমি, রূপ ভূমি ও অরূপ ভূমির বাস্ত্বরূপ সংখ্যা- পৃথক পৃথক বর্ণনা কর।

উঃ— কাম ভূমিতে চক্ষু শ্রোত্রাদি ছয় প্রকার বাস্ত্বরূপ বিদ্যমান আছে। রূপ ভূমিতে, চক্ষু বাস্তব, শ্রোত্র বাস্তব, ও হৃদয় বাস্তব-এই তিন প্রকার বাস্ত্বরূপ বিদ্যমান আছে কিন্তু অরূপ ভূমিতে বাস্ত্বরূপ মোটেই নাই।

প্রঃ— চক্ষু বিজ্ঞানাদির আলম্বন কি কি?

উঃ— চক্ষু বিজ্ঞান যুগলের আলম্বন চক্ষু-বাস্তব।

শ্রোত্র বিজ্ঞান যুগলের আলম্বন শ্রোত্র-বাস্তব।

ঘ্রাণ বিজ্ঞান যুগলের আলম্বন ঘ্রাণ-বাস্তব।

জিহ্বা বিজ্ঞান যুগলের আলম্বন জিহ্বা-বাস্তব।

কায় বিজ্ঞান যুগলের আলম্বন কায়-বাস্তব।

মনোধাতুত্রিকের আলম্বন হৃদয়-বাস্তব।

প্রঃ— হৃদয় বাস্তবের সহিত আশ্রিত চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৩০, যথাঃ-সত্তীরণ চিত্ত ৩, মহাবিপাক চিত্ত ৮, দেষমূলক চিত্ত ২, হাস্যতৃপ্তি চিত্ত ১, রূপাবচর চিত্ত ১৫, স্রোতাপত্তিমার্গ চিত্ত ১,-এই ৩০ প্রকার।

প্রঃ— অরূপাবচর বিপাক চিত্ত ৪টির আলম্বন কি?

উঃ— ইহারা আলম্বন শূণ্য।

প্রঃ— হৃদয় বাস্তবের সহিত কখন আশ্রিত, কখন অনাশ্রিত, এরূপ চিত্ত সংখ্যা কত ও কি কি?

উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৪২, যথাঃ-লোভমূলক চিত্ত ৮, মোহমূলক চিত্ত ২, মনোদ্বারিক চিত্ত ১, মহাকুশল চিত্ত ৮, মহাক্রিয়া চিত্ত ৮, লোকোত্তর চিত্ত ৭, অরূপকুশল চিত্ত ৪, অরূপক্রিয়া চিত্ত ৪, -এই ৪২ প্রকার।

প্রঃ— বাস্ত্বরূপে সতত আলম্বন গ্রহণ করে এরূপ চিত্ত কয়টি?

উঃ— এরূপ চিত্ত ৪৩টি।

প্রঃ— বাস্ত্বরূপে সতত আলম্বন গ্রহণ করে না এরূপ চিত্ত কয়টি?

উঃ— এরূপ চিত্ত ৪টি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৪। চিত্ত, চৈতন্যিক, প্রকীর্তক প্রভৃতির বিমিশ্র সংগ্রহনীতি

(ক) দ্বাদশ অকুশল চিত্ত সংগ্রহ

প্রঃ— অকুশল চিত্ত কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— অকুশল চিত্ত ১২ প্রকার, যথাঃ-লোভমূলক ৮, দেষমূলক ২, মোহমূলক ২, -এই ১২ প্রকার।

- প্রঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্তের সহিত কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— ২৭ প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। যথাঃ-অন্য-সমান চৈতসিক ১৩ ও অকুশল চৈতসিক ১৪,-এই ২৭ প্রকার।
- প্রঃ— কয় প্রকার বেদনার সহিত অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়?
- উঃ— ৩ প্রকার বেদনার সহিত, যথাঃ-সৌমনস্য বেদনা, উপেক্ষা বেদনা, ও দৌমনস্য বেদনা।
- প্রঃ— সৌমনস্য, দৌর্মনস্য ও উপেক্ষা বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা পৃথক পৃথক বর্ণনা কর।
- উঃ— সৌমনস্য বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা ৪।
দৌর্মনস্য বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা ২।
উপেক্ষা বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা ৬।
- প্রঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্তকে হেতু সংগ্রহে কয় প্রকারে বিভাগ করা হইয়াছে?
- উঃ— দুই প্রকার হেতু সম্প্রযুক্ত দ্বিহেতুক চিত্ত ১০ প্রকার। এক প্রকার হেতু সম্প্রযুক্ত এক হেতুক চিত্ত ২ প্রকার।
- প্রঃ— দ্বিহেতুক চিত্ত ১০ প্রকার কিরূপে হয়?
- উঃ— লোভ ও মোহ হেতুযুক্ত লোভ চিত্ত ৮ প্রকার।
দেষ .ও মোহ হেতুযুক্ত দ্বেষমূলক চিত্ত ২ প্রকার
এরূপে দ্বিহেতুক অকুশল চিত্ত ১০ প্রকার হয়।
- প্রঃ— এক হেতুক চিত্ত দুইটি কি প্রকারে হয়?
- উঃ— একটি মাত্র মোহ হেতু সংযুক্ত হওয়ায় মোহমূলক চিত্ত দুইটিকে এক হেতুক বলা হয়।
- প্রঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্ত কত প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে?
- উঃ— এক প্রকার জবন কৃত্য সম্পাদন করে।
- প্রঃ— অকুশল চিত্ত দ্বাদশটি কয়দ্বারে উৎপন্ন হয়?
- উঃ— চক্ষাদি ছয় দ্বারেই উৎপন্ন হয়।
- প্রঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্তের আলম্বন কি?
- উঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্ত নব লোকোত্তর ধর্ম বর্জিত অন্য সমস্ত আলম্বন গ্রহণ করে।
- প্রঃ— দ্বাদশ অকুশল চিত্তের বাস্তু কি?
- উঃ— দ্বেষমূলক চিত্তযুগল সর্বদা হৃদয়বাস্তুকে আলম্বন করে এবং লোভমূলক চিত্ত ৮ ও মোহমূলক চিত্ত ২টি কদাচিৎ হৃদয়বাস্তুকে অলম্বন করে, কদাচিৎ করে না।

(খ) অহেতুক চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— অহেতুক চিত্ত কত প্রকার ও কি কি?
- উঃ— অহেতুক চিত্ত ১৮ প্রকার, যথাঃ- অকুশল বিপাক চিত্ত ৭, কুশল বিপাক চিত্ত ৮ ও ক্রিয়া চিত্ত ৩,- এই ১৮ প্রকার। .
- প্রঃ— অহেতুক চিত্তের সহিত কত চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— হৃদবর্জিত অন্য সমান চৈতসিক ১২ প্রকার সম্প্রয়োগ হয়।

প্রঃ— উক্ত অহেতুক চিন্তের বেদনা কয় প্রকার?

উঃ— বেদনা ৪ প্রকার, যথাঃ-সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, সৌমনস্য বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা;-এই ৪ প্রকার।

প্রঃ— কোন্ বেদনা কত প্রকার?

উঃ— সুখ বেদনা ১, দুঃখ বেদনা ১, সৌমনস্য বেদনা ২, উপেক্ষা বেদনা ১৪ প্রকার।

প্রঃ— হেতু সংগ্রহে ইহাদিগকে অহেতুক বলা হয় কেন?

উঃ— হেতু সংগ্রহে ইহাদিগকে অহেতুক বলা হইয়াছে, যেহেতু সম্প্রযুক্ত চৈতসিকের মধ্যে কোন প্রকার হেতু যুক্ত না থাকায় ইহাদিগকে অহেতুক বলা হয়।

প্রঃ— ১৮ প্রকার অহেতুক চিন্ত কত প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— অহেতুক চিন্তসমূহ যথাযোগ্যানুসারে ১৪ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে। যথাঃ- উপেক্ষা সন্তীরণ চিন্তদ্বয় প্রতিসন্ধি কৃত্য, ভবাঙ্গ কৃত্য, তদালম্বন কৃত্য, চ্যুতি কৃত্য ও সন্তীরণ কৃত্য,-এই ৫ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে।

পঞ্চদ্বারাবর্তন চিন্ত— আবর্তন কৃত্য সম্পাদন করে।

মনোদ্বারাবর্তন চিন্ত— আবর্তন কৃত্যসহ ব্যবস্থাপন কৃত্যের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হয়।

সৌমনস্য সন্তীরণ চিন্ত— সন্তীরণ কৃত্য সহ তদালম্বন কৃত্য সম্পাদন করে।

হাস্যুৎপত্তি চিন্ত— জবন কৃত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

চক্ষু বিজ্ঞানদ্বয়— দর্শন কৃত্য সম্পাদন করে।

শ্রোত্র বিজ্ঞানদ্বয়— শ্রবণ কৃত্য সম্পাদন করে।

ঘ্রাণ বিজ্ঞানদ্বয়— ঘ্রাণ কৃত্য সম্পাদন করে।

জিহ্বা বিজ্ঞানদ্বয়— আত্মাদান কৃত্য সম্পাদন করে।

কায় বিজ্ঞানদ্বয়— স্পর্শ কৃত্য সম্পাদন করে।

সম্প্রতীচ্ছদ্বয়— সম্প্রতীচ্ছ কৃত্য সম্পাদন করে।

প্রঃ— ১৮ প্রকার অহেতুক চিন্ত কোন্ কোন্ দ্বারে উৎপন্ন হয়?

উঃ— চক্ষু বিজ্ঞানদ্বয়— চক্ষুদ্বারে উৎপন্ন হয়।

শ্রোত্র বিজ্ঞানদ্বয়— শ্রোত্র দ্বারে উৎপন্ন হয়।

ঘ্রাণ বিজ্ঞানদ্বয়— ঘ্রাণ দ্বারে উৎপন্ন হয়।

জিহ্বা বিজ্ঞানদ্বয়— জিহ্বা দ্বারে উৎপন্ন হয়।

কায় বিজ্ঞানদ্বয়— কায়দ্বারে উৎপন্ন হয়।

মনোদ্বারাত্তরিক— পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন হয়।

এতদ্ব্যতীত মনোদ্বারাবর্তন চিন্ত, সন্তীরণ চিন্ত ও হাস্যুৎপত্তি চিন্ত সমূহ ছয় দ্বারেই উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— ১৮ প্রকার অহেতুক চিন্ত কাহাকে আলম্বন করে?

উঃ— চক্ষু বিজ্ঞানদ্বয়— উপস্থিত রূপকে আলম্বন করে।

শ্রোত্র বিজ্ঞানদ্বয়— উপস্থিত শব্দকে আলম্বন করে।

ঘ্রাণ বিজ্ঞানদ্বয়— উপস্থিত গন্ধকে আলম্বন করে ।
 জিহ্বা বিজ্ঞানদ্বয়— উপস্থিত রসকে আলম্বন করে ।
 কায় বিজ্ঞানদ্বয়— উপস্থিত স্পর্শকে আলম্বন গ্রহণ করে ।
 মনোধাতুত্রিক — উপস্থিত পঞ্চ আলম্বনকে গ্রহণ করে ।
 সত্ত্বীরণ চিত্ত ও হাস্যৎপত্তি চিত্ত— সমস্ত কাম আলম্বন গ্রহণ করে ।
 মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত সমস্ত আলম্বন গ্রহণ করে ।

প্রঃ— ১৮ প্রকার অহেতুক চিত্ত কোন কোন বাস্তবতে আশ্রিত?

উঃ— চক্ষু বিজ্ঞানদ্বয় — চক্ষুবাস্তবতে আশ্রিত ।

শ্রোত্র বিজ্ঞানদ্বয় — শ্রোত্র বাস্তবতে আশ্রিত ।

ঘ্রাণ বিজ্ঞানদ্বয় — ঘ্রাণ বাস্তবতে আশ্রিত ।

জিহ্বা বিজ্ঞানদ্বয় — জিহ্বা বাস্তবতে আশ্রিত ।

কায় বিজ্ঞানদ্বয় — কায় বাস্তবতে আশ্রিত ।

এতদ্ব্যতীত, মনোধাতুত্রিক, সত্ত্বীরণ চিত্ত ও, হাস্যৎপত্তি চিত্ত, নিত্য হৃদয়বাস্তবতে আশ্রিত । মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত কখন আশ্রিত, কখন অনাশ্রিত ।

(গ) মহাকুশল চিত্ত সংগ্রহ

প্রঃ— মহাকুশল চিত্ত কয়টি. তদসঙ্গে কত প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়?

উঃ— মহাকুশল চিত্ত ৮টি । তদসঙ্গে ৩৮ প্রকার চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয় । যথাঃ-অন্য-সমান চৈতসিক ১৩, ও শোভন চৈতসিক ২৫,-এই ৩৮ প্রকার ।

প্রঃ— উক্ত মহাকুশল চিত্ত ৮টি, কয়টি বেদনার সহিত উৎপন্ন হয়?

উঃ— দুইটি বেদনার সহিত উৎপন্ন হয় । যথাঃ-সৌমনস্য বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা ।

প্রঃ— মহাকুশল চিত্তকে হেতুসংগ্রহে কোন চিত্ত বলা হয়?

উঃ— জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্ত চারিটিকে হেতুসংগ্রহে ত্রিহেতুক চিত্ত বলা হয় এবং জ্ঞান বিপ্রযুক্ত চিত্ত চারিটিকে দ্বিহেতুক চিত্ত বলা হয় ।

প্রঃ— কি কারণে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তকে ত্রিহেতুক বলে?

উঃ— তিন প্রকার হেতুযুক্ত থাকায় ইহাদেরকে ত্রিহেতুক বলে । যথাঃ-অলোভ হেতু, অদ্বेष হেতু, অমোহ হেতু ।

প্রঃ— উক্ত মহাকুশল চিত্ত ৮টি, কয়টি কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— একমাত্র জবন কৃত্য সম্পাদন করে ।

প্রঃ— মহাকুশল চিত্ত ৮টি, কয় দ্বারে উৎপন্ন হয়?

উঃ— ছয় দ্বারেই উৎপন্ন হয় ।

প্রঃ— মহাকুশল চিত্ত কাহাকে আলম্বন গ্রহণ করে?

উঃ— জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত চারি চিত্ত লোকান্তর ধর্মবর্জিত অন্যসব আলম্বন গ্রহণ করে ।

জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চারি চিত্ত অর্হৎ মার্গ ও ফল বর্জিত অন্যসব আলম্বন গ্রহণ করে ।

প্রঃ— মহাকুশল চিত্ত ৮টি কোন্ বাস্তবতে আশ্রিত?

উঃ— ইহারা হৃদয় বাস্তবতে আশ্রিত। কিন্তু অরূপ ভূমিতে উৎপন্ন হইলে কোনও বাস্তবতে আশ্রিত হয় না।

(ঘ) মহাবিপাক চিত্ত সংগ্রহ

প্রঃ— মহাবিপাক চিত্তের সংখ্যা কত ও তৎসঙ্গে কত চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়?

উঃ— মহাবিপাক চিত্ত ৮টি। তৎসঙ্গে ৩৩টি চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়। যথাঃ-অন্য-সমান চৈতসিক ১৩টি, বিরতি ও অপ্রমেয় চৈতসিক বর্জিত শোভন চৈতসিক ২০টি, -মোট ৩৩টি।

প্রঃ— মহাবিপাক চিত্তে কয় প্রকার বেদনা যুক্ত হয়?

উঃ— দুই প্রকার বেদনা যুক্ত হয়। যথাঃ-সৌমনস্য বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা।

প্রঃ— উক্ত বিপাক চিত্ত ৮টির সহিত কয় প্রকার হেতু সংযুক্ত হয়?

উঃ— তিন প্রকার হেতু সংযুক্ত হয়। যথাঃ-অলোভ হেতু, অদেষ হেতু, অমোহ হেতু।

প্রঃ— মহাবিপাক চিত্ত ৮টি কয় প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— ৪ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে, যথাঃ-প্রতিসন্ধি কৃত্য, ভবাস্ত কৃত্য, চ্যুতি কৃত্য, ও তদালম্বন কৃত্য।

প্রঃ— মহাবিপাক চিত্তসমূহ কয় দ্বারে উৎপন্ন হয়?

উঃ— ইহারা ছয় দ্বারেই উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— উক্ত মহাবিপাক চিত্ত সমূহের আলম্বন কি?

উঃ— একান্তই ইহারা কামকে আলম্বন করে।

প্রঃ— মহাবিপাক চিত্ত সমূহ কোন্ বাস্তবতে আশ্রিত?

উঃ— ইহারা নিত্য হৃদয় বাস্তবতে আশ্রিত।

(ঙ) মহাক্রিয়া চিত্ত সংগ্রহ

প্রঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত কয় প্রকার ও তৎসঙ্গে কত সংখ্যক চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়?

উঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত ৮ প্রকার, তৎসঙ্গে ৩৫ প্রকার চৈতসিক সম্প্রয়োগ হয়। যথাঃ-অন্য-সমান চৈতসিক ১৩, বিরতি শোভন চৈতসিক ২২, -এই ৩৫ প্রকার।

প্রঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত ৮টিতে কয় প্রকার বেদনা সম্প্রয়োগ হয়?

উঃ— ২ প্রকার বেদনা সম্প্রয়োগ হয়। যথা- সৌমনস্য বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা।

প্রঃ— উক্ত ৮ প্রকার মহাক্রিয়া চিত্তে-কয়টি হেতু যুক্ত হয়?

উঃ— তিনটি হেতু যুক্ত হয়। যথাঃ-অলোভ হেতু, অদেষ হেতু, অমোহ হেতু।

প্রঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত ৮টি, কয় প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— এক প্রকার জবন কৃত্য সম্পাদন করে।

প্রঃ— উক্ত ক্রিয়া চিত্তসমূহ কয় দ্বারে উৎপন্ন হয়?

উঃ— ছয় দ্বারে উৎপন্ন হয়।

- প্রঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত ৮টি কি কি আলম্বন গ্রহণ করে?
- উঃ— জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত মহাক্রিয়া চিত্ত ৪টি, নবলোকান্তর ধর্ম বর্জিত অপর সব আলম্বন গ্রহণ করে। জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত মহাক্রিয়া চিত্ত ৪টি, সমস্ত আলম্বন গ্রহণ করে।
- প্রঃ— মহাক্রিয়া চিত্ত ৮টি কোন্ বাস্তুতে আলম্বন গ্রহণ করে?
- উঃ— হৃদয় বাস্তুতে আলম্বন গ্রহণ করে।

(চ) মহদগত চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— মহদগত চিত্ত কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— মহদগত চিত্ত ২৭ প্রকার, যথাঃ-রূপাবচর চিত্ত ১৫, অরূপাবচর চিত্ত ১২, -এই ২৭ প্রকার।
- প্রঃ— ২৭ প্রকার মহদগত চিত্তে কত প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয়?
- উঃ— উক্ত চিত্ত সমূহে ৩৫ প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয়। যথাঃ-অন্য-সমান চৈতসিক ১৩, বিরতি চৈতসিক বর্জিত শোভন চৈতসিক ২২, -এই ৩৫ প্রকার।
- প্রঃ— মহদগত চিত্তে কত প্রকার বেদনা সম্প্রয়োগ হয়?
- উঃ— মহদগত চিত্তে ২৭ প্রকার বেদনা সম্প্রয়োগ হয়। যথাঃ-সৌমনস্য বেদনা ১২, উপেক্ষা বেদনা ১৫, -এই ২৭ প্রকার।
- প্রঃ— উক্ত মহদগত চিত্ত সমূহে কয় প্রকার হেতু সম্প্রযুক্ত হয়?
- উঃ— ৩ প্রকার হেতু সম্প্রযুক্ত হয়। যথাঃ-অলোভ হেতু, অদেষ হেতু, অমোহ হেতু।
- প্রঃ— ২৭ প্রকার মহদগত চিত্ত কয় প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে?
- উঃ— মহদগত ৯ কুশল চিত্ত, মহদগত ৯ ক্রিয়া চিত্ত, একমাত্র জবন কৃত্য সম্পাদন করে। মহদগত ৯ বিপাক চিত্ত প্রতিসন্ধি কৃত্য, ভবাস্ত কৃত্য, ও চ্যুতি কৃত্য-এই তিন প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে।
- প্রঃ— ২৭ প্রকার মহদগত চিত্ত কয় দ্বারে উৎপন্ন হয়?
- উঃ— মহদগত ৯ কুশল চিত্ত ও মহদগত ৯ ক্রিয়া চিত্ত, দ্বার মনোদ্বারে উৎপন্ন হয়। মহদগত ৯ বিপাক চিত্ত সর্বদা দ্বার বিমুক্ত।
- প্রঃ— ২৭ প্রকার মহদগত চিত্ত কিরূপ আলম্বন গ্রহণ করে?
- উঃ— দুই অভিজ্ঞান বর্জিত রূপাবচর চিত্ত ১৫, ও আকাশনঞ্চায়তন চিত্ত ৩, এবং অকিঞ্চনায়তন চিত্ত ৩, ইহারা প্রজ্ঞাপ্তি আলম্বন গ্রহণ করে। বিজ্ঞানঞ্চায়তন চিত্ত ৩ ও নৈব সংজ্ঞান সংজ্ঞায়তন চিত্ত ৩, ইহারা মহদগত আলম্বন গ্রহণ করে।
- প্রঃ— মহদগত চিত্তসমূহ কোন্ বাস্তুতে আশ্রয় গ্রহণ করে?
- উঃ— রূপাবচর চিত্ত ১৫টি হৃদয় বাস্তুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অরূপাবচর বিপাক চিত্ত ৪টি কোন বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করে না; তবে অরূপাবচর কুশল চিত্ত ও ক্রিয়া চিত্তসমূহ কখন কখন হৃদয় বাস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে।

(ছ) লোকোত্তর চিত্ত সংগ্রহ

প্রঃ— সংক্ষেপে লোকোত্তর চিত্ত কয়টি?

উঃ— লোকোত্তর চিত্ত ৮টি ।

প্রঃ— বিস্তৃতার্থে লোকোত্তর চিত্ত সংখ্যা ও বিভাগ কিরূপ?

উঃ— বিস্তৃতার্থে লোকোত্তর চিত্ত সংখ্যা ৪০টি ।

যথাঃ-স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত ৫, ফলচিত্ত ৫,

সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত ৫, ফলচিত্ত ৫,

অনাগামী মার্গ চিত্ত ৫, ফলচিত্ত ৫,

অর্হত্ত্ব মার্গ চিত্ত ৫, ফলচিত্ত ৫,— এই ৪০ প্রকার ।

প্রঃ— উক্ত লোকোত্তর চিত্তে কত চৈতসিক যুক্ত হয়?

উঃ— লোকোত্তর চিত্তে ৩৬ প্রকার চৈতসিক যুক্ত হয় । যথাঃ-অন্য-সমান চৈতসিক ১৩, অপ্রমেয় চৈতসিক বর্জিত শোভন চৈতসিক ২৩,— এই ৩৬ প্রকার ।

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্তসমূহে কয় প্রকার বেদনা সম্প্রয়োগ হয়?

উঃ— দুই প্রকার, যথাঃ-সৌমনস্য বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা ।

প্রঃ— সৌমনস্য বেদনার সহিত একত্রে উৎপন্ন হয় এরূপ চিত্ত সংখ্যা কত?

উঃ— সৌমনস্য বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা ৩২ ।

প্রঃ— উপেক্ষা বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত কয়টি?

উঃ— উপেক্ষা বেদনার সহিত উৎপন্ন চিত্ত সংখ্যা ৮ ।

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্ত সমূহে কয় প্রকার হেতু সম্প্রয়োগ হয়?

উঃ— তিন প্রকার হেতু সম্প্রয়োগ হয় । যথাঃ-অলোভ হেতু, অদ্বেষ হেতু, অমোহ হেতু ।

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্ত সমূহ কোন্ কৃত্য সম্পাদন করে?

উঃ— একমাত্র জবন কৃত্যই সম্পাদন করে ।

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্ত সমূহ কয় দ্বারে উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের আলম্বন কি?

উঃ— লোকোত্তর চিত্তসমূহ একমাত্র মনোদ্বারে উৎপন্ন হয়, এবং ইহাদের আলম্বন একমাত্র নির্বাণ ।

প্রঃ— লোকোত্তর চিত্তসমূহ কোন্ কোন্ বাস্তু গ্রহণ করে?

উঃ— উক্ত চিত্ত সমূহের মধ্যে স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত নিত্য হৃদয় বাস্তুতে আশ্রয় গ্রহণ করে, অবশিষ্ট ৭ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত কদাচিৎ হৃদয় বাস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে কদাচিৎ করে না, অর্থাৎ অরূপ ভূমিতে উৎপন্ন হইলে বাস্তু গ্রহণ করে না ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৫। চিত্তবীথি সংগ্রহে

(ক) চিত্তক্ষণ সংগ্রহ

- প্রঃ— চিত্ত সমূহের ক্ষণকাল বলিতে কি বুঝায়?
- উঃ— তিনটি ক্ষুদ্রক্ষণের সমষ্টিকে একচিত্ত ক্ষণকাল বলে।
- প্রঃ— তিনটি ক্ষুদ্রক্ষণ কিরূপে হয়?
- উঃ— প্রত্যেক চিত্তের তিনটি ক্ষণ আছে, যথাঃ-উৎপত্তি ক্ষণ, স্থিতি ক্ষণ ও ভঙ্গ ক্ষণ। এই ত্রিক্ষণের সমষ্টিই এক চিত্তের ক্ষণকাল।
- প্রঃ— কতটুকু সময়কে একচিত্তের ক্ষণকাল বলে, উদাহরণ প্রদর্শন কর।
- উঃ— চোখের এক পলকে অথবা একবার বিদ্যুৎ সঞ্চালনে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয় সেই সময়টুকুকে কোটীলক্ষ ভাগে বিভক্ত করিলে যেই ক্ষণটুকু পাওয়া যায় তাহাই একচিত্তের ক্ষণকাল, অর্থাৎ পরমাণু। তাহা হইলে চোখের এক পলকে কোটী লক্ষ চিত্ত উৎপন্ন হয়।
- প্রঃ— রূপসমূহের ক্ষণকাল কাহাকে বলে?
- উঃ— উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ এই ত্রিক্ষণকেই রূপসমূহের ক্ষণকাল বলে।
- প্রঃ— কতটুকু সময়কে একটা রূপের ক্ষণকাল বলা হয়?
- উঃ— সপ্তদশ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত একটি রূপের আয়ুষ্কাল অভিহিত হয়।
- প্রঃ— রূপ উৎপত্তি ক্ষেত্রে কি সমস্ত রূপকে গ্রহণ করিতে হয়?
- উঃ— ২৮ প্রকার রূপের মধ্যে লক্ষণরূপ ৪ প্রকার, বিজ্ঞপ্তিরূপ ২ প্রকার বর্জিত অবশেষ ২২ প্রকার রূপকে গ্রহণ করা হয়।

(খ) পঞ্চদ্বার বীথি সংগ্রহ

- প্রঃ— বীথিমুক্ত চিত্ত কয় প্রকার এবং কাহাকে বলা হয়?
- উঃ— বীথিমুক্ত চিত্ত ১৯ প্রকার এবং দ্বারবিমুক্ত ১৯ প্রকার চিত্তকে বীথিমুক্ত চিত্ত বলা হয়।
- প্রঃ— বীথি কয় প্রকার ও কি কি?
- উঃ— বীথি ৬ প্রকার, যথাঃ- চক্ষুদ্বার বীথি, শ্রোত্রদ্বার বীথি, ঘ্রাণদ্বার বীথি, জিহ্বাদ্বার বীথি, কায়দ্বার বীথি ও মনোদ্বার বীথি।
- প্রঃ— পঞ্চদ্বার বীথি কত প্রকার?

- উঃ— পঞ্চদ্বার বীথি ৭৫ প্রকার, যথাঃ— চক্ষুদ্বার বীথি ১৫, শোত্রদ্বারা বীথি ১৫, ঘ্রাণদ্বার বীথি ১৫, জিহ্বাদ্বার বীথি ১৫, কায়দ্বার বীথি ১৫,-এই ৭৫ প্রকার ।
- প্রঃ— চক্ষুদ্বার বীথি ১৫ প্রকার কিরূপে হয়?
- উঃ— অতি মহদালম্বন চক্ষুদ্বার বীথি ১, মহদালম্বন চক্ষুদ্বার বীথি ২, পরিত্রালম্বন চক্ষুদ্বার বীথি ৬, অতি পরিত্রালম্বন চক্ষুদ্বার বীথি ৬, -এই ১৫ প্রকার ।
- এরূপ অপর চারি দ্বারেও জ্ঞাতব্য ।
- প্রঃ— অতি মহদালম্বন বীথিতে কয় চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয়?
- উঃ— এক চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় ।
- প্রঃ— মহদালম্বন দুই বীথিতে কয় চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয়?
- উঃ— প্রথম মহদালম্বন বীথিতে দুই চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় মহদালম্বন বীথিতে তিন চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় ।
- প্রঃ— পরিত্রালম্বন ছয় বীথিতে কয় চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় ।
- উঃ— প্রথম পরিত্রালম্বন বীথিতে ৪ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । দ্বিতীয় পরিত্রালম্বন বীথিতে ৫ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । তৃতীয় পরিত্রালম্বন বীথিতে ৬ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । চতুর্থ পরিত্রালম্বন বীথিতে ৭ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । পঞ্চম পরিত্রালম্বন বীথিতে ৮ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় এবং ষষ্ঠ পরিত্রালম্বন বীথিতে ৯ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় ।
- প্রঃ— অতি পরিত্রালম্বন বীথিতে কয় চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয়?
- উঃ— প্রথম অতি পরিত্রালম্বন বীথিতে ১০ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । দ্বিতীয় অতি পরিত্রালম্বন বীথিতে ১১ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । তৃতীয় পরিত্রালম্বন বীথিতে ১২ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । চতুর্থ অতি পরিত্রালম্বন বীথিতে ১৩ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় । পঞ্চম অতি পরিত্রালম্বন বীথিতে ১৪ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় এবং ষষ্ঠ অতি পরিত্রালম্বন বীথিতে ১৫ চিত্তক্ষণ অতীতের পর ভবাস্ত্র চলন আরম্ভ হয় ।
- প্রঃ— বার কত প্রকার ও কি কি?
- উঃ— বার ৪ প্রকার, যথাঃ—তদালম্বন বার, জবন বার, ব্যবস্থাপন বার ও মোঘ বার,— এই ৪ প্রকার ।
- প্রঃ— তদালম্বন বার কেন বলা হয়?
- উঃ— যেই আলম্বনে চিত্তের বীথি ভ্রমণ— তদালম্বনেই শেষ হয়, সেই অতিমহদালম্বনকেই তদালম্বন বার বলে ।

- প্রঃ— জবন বার কেন বলা হয়?
- উঃ— মহদালম্বনে চিত্তের বীথি ভ্রমণ জবনেই শেষ হওয়ায়, ইহাকে জবন বার বলা হয় ।
- প্রঃ— ব্যবস্থাপন বার কেন বলা হয়?
- উঃ— পরিত্রালম্বনে চিত্তের বীথি ভ্রমণ ব্যবস্থাপনে শেষ হওয়ায় ইহাকে ব্যবস্থাপন বার বলে ।
- প্রঃ— মোঘ বার কেন বলা হয়?
- উঃ— অতি পরিত্রালম্বনে বীথি চিত্ত উৎপন্ন না হওয়ায় ইহাকে মোঘ বার বলে ।

(গ) পঞ্চদ্বার বীথির উৎপত্তির কারণ

- প্রঃ— কয়টি কারণের সমবায়ে চক্ষুদ্বার বীথি উৎপন্ন হয়?
- উঃ— ৪টি কারণের সমবায়ে চক্ষুদ্বার বীথি উৎপন্ন হয় । যথাঃ-চক্ষু প্রসাদ, উপস্থিত রূপালম্বন, আলোক ও মনস্কার । তদ্রূপ ৪টি কারণের সমবায়ে শ্রোত্রদ্বার বীথি উৎপন্ন হয় । যথাঃ-শ্রোত্রপ্রসাদ, উপস্থিত শব্দালম্বন, উন্মুক্ত আকাশ ও মনস্কার । উক্তানুরূপ ৪টি কারণের সমবায়ে ঘ্রাণদ্বার বীথি উৎপন্ন হয় । যথাঃ-ঘ্রাণপ্রসাদ, উপস্থিত গন্ধালম্বন, বায়ু ও মনস্কার । উক্তানুরূপ ৪টি কারণের সমবায়ে জিহ্বাদ্বার বীথি উৎপন্ন হয় । যথাঃ-জিহ্বা প্রসাদ, উপস্থিত রসালম্বন, আপধাতুর আর্দ্রতা ও মনস্কার । উক্তানুরূপ ৪টি কারণের সমবায়ে কায়দ্বার বীথি উৎপন্ন হয় । যথাঃ-কায়প্রসাদ, উপস্থিত স্পর্শালম্বন, স্পর্শের কর্কশতা ও মনস্কার ।
- প্রঃ— অতি মহদালম্বন বীথিকে যথাক্রমে শৃঙ্খলার সহিত কিরূপে প্রদর্শন করা যায়?
- উঃ— অতীত ভবান্ধ, চলন ভবান্ধ, উপচ্ছেদ ভবান্ধ, পঞ্চদ্বারাবর্তন, দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ, ব্যবস্থাপন, সপ্তজবন, তদালম্বন দুই, অতঃপর ভবান্ধপাত-পরিশেষে অনুবন্ধক ৪ মনোদ্বার বীথি ।
- প্রঃ— পূর্ব ভবান্ধ ও পশ্চাৎ ভবান্ধ কাহাকে আলম্বন গ্রহণ করে ।
- উঃ— কর্ম, কর্মনিমিত্ত, গতিনিমিত্ত, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটিকে আলম্বন গ্রহণ করে ।
- প্রঃ— পঞ্চদ্বারাবর্তন বীথি চিত্তসমূহ কাহাকে আলম্বন গ্রহণ করে?
- উঃ— উপস্থিত পঞ্চ আলম্বনকেই আলম্বন করে ।
- প্রঃ— পঞ্চ বিজ্ঞান সমূহ কোন্ বাস্তবতে আশ্রয় গ্রহণ করে?
- উঃ— পঞ্চ বাস্তবতেই আশ্রয় গ্রহণ করে ।
- প্রঃ— পঞ্চ বিজ্ঞান সমূহের উৎপত্তিক্ষেপে, যে ৩৭টি প্রসাদরূপ বা বাস্ত্বরূপ স্থিতি অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, উহাদের মধ্যে কোন্ বাস্তবতে উক্ত বিজ্ঞানসমূহ আশ্রয় গ্রহণ করে?
- উঃ— মধ্যমায়ুষ্ক প্রসাদরূপে অর্থাৎ অতীত ভবান্ধের উৎপত্তিক্ষেপে সমুৎপন্ন প্রসাদরূপে, যাহা মধ্যমায়ুষ্ক নামে কথিত, উহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করে?

প্রঃ— আয়ুক কত প্রকার ও কি কি?

উঃ— আয়ুক তিন প্রকার, যথাঃ-মন্দায়ুক, অমন্দায়ুক, মধ্যমায়ুক ।

প্রঃ— কি কারণে মন্দায়ুক বলা হয়?

উঃ— অতীত ভবাস্ত্রের পূর্বের ত্রয়োদশ ভবাস্ত্রের ভঙ্গক্ষণ হইতে প্রথম অতীত ভবাস্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব ভবাস্ত্র পর্যন্ত ৩৭টি ক্ষুদ্রক্ষণের সাথে উৎপন্ন প্রসাদরূপ সমূহ অতীত ভবাস্ত্রের উদয়ক্ষণে উৎপন্ন রূপালম্বন অপেক্ষা অল্পায়ু বলিয়া ইহাকে মন্দায়ুক বলে ।

প্রঃ— কি কারণে অমন্দায়ুক বলা হয়?

উঃ— অতীত ভবাস্ত্রের স্থিতিক্ষণ হইতে পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্তের ভঙ্গক্ষণ পর্যন্ত, ১১টি ক্ষুদ্রক্ষণের সাথে উৎপন্ন প্রসাদরূপ সমূহ রূপালম্বন হইতে দীর্ঘায়ু বলিয়া ইহাকে অমন্দায়ুক বলা হয় ।

প্রঃ— কি কারণে মধ্যমায়ুক বলা হয়?

উঃ— প্রথম অতীত ভবাস্ত্রের উদয়ক্ষণে সমুৎপন্ন চক্ষুপ্রসাদ, রূপালম্বনের সম আয়ু বলিয়া ইহাকে মধ্যমায়ুক বলে ।

প্রঃ— পঞ্চ বিজ্ঞান ব্যতীত অপরাপর বীথিচিত্তসমূহ কোন্ বাস্ত্বরূপে আশ্রয় গ্রহণ করে?

উঃ— নিজ নিজ পূর্ব অব্যবহিত পূর্বচিত্তের উৎপত্তিক্ষণে সমুৎপন্ন হৃদয়বাস্তুতে উহারা আশ্রয় গ্রহণ করে ।

(ঘ) কাম মনোদ্বারবীথি সংগ্রহ

প্রঃ— মনোদ্বার বীথি কয় প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে?

উঃ— দুই প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে । যথাঃ-কাম জবনবার ও অর্পণা জবনবার ।

প্রঃ— কাম জবনবার কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— কাম জবনবার ২ প্রকার, যথাঃ- অনুবন্ধক বার ও শুদ্ধিক বার ।

প্রঃ— অনুবন্ধক বার কয় প্রকারে প্রদর্শিত হয়?

উঃ— ৪ প্রকারে প্রদর্শিত হয়, যথাঃ- অতীত গ্রহণ বার, সমূহ গ্রহণ বার, অর্থ গ্রহণ বার ও নাম প্রজ্ঞাপ্তি গ্রহণ বার ।

প্রঃ— শুদ্ধ মনোদ্বার বীথি কয় প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে?

উঃ— ৬ প্রকারে, যথাঃ-দৃষ্টবার, দৃষ্টসম্বন্ধ বার, শ্রুতবার, শ্রুতসম্বন্ধ বার, বিজ্ঞাত বার ও বিজ্ঞাত সম্বন্ধ বার ।

প্রঃ— উক্ত মনোদ্বার বীথিচিত্তসমূহের আলম্বন কয় প্রকার?

উঃ— আলম্বন ৪ প্রকার, যথাঃ-কামালম্বন, মহদগতালম্বন, লোকোত্তরালম্বন ও প্রজ্ঞাপ্তি আলম্বন ।

প্রঃ— কামালম্বন কাকে বলে?

উঃ— কামচিত্ত ৫৪, চৈতসিক ৫২, রূপ ২৮ এই সমুদয়ই কামালম্বন ।

- প্রঃ— মহদগতালম্বন কিরূপ?
- উঃ— মহদগত চিত্ত ২৭, চৈতসিক ৩৫, এই সমুদয়ই মহদগতালম্বন ।
- প্রঃ— লোকোত্তর আলম্বন বলিতে কি কি?
- উঃ— লোকোত্তর চিত্ত ৪০, চৈতসিক ৩৬ এবং নির্বাণ এই সমুদয়ই লোকোত্তরালম্বন ।
- প্রঃ— প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন কিরূপ?
- উঃ— বিবিধ প্রকার প্রজ্ঞপ্তি সমূহই প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন ।
- প্রঃ— কামালম্বন কালবশে কয় প্রকার?
- উঃ— ৩ প্রকার, যথাঃ-বর্তমান আলম্বন, অতীতালম্বন ও অনাগতালম্বন ।
- প্রঃ— মহদগত ও লোকোত্তরের আলম্বন কালবশে কয় প্রকার?
- উঃ— কালবশে ৩ প্রকার, যথাঃ-মহদগতে বর্তমান আলম্বন, অতীতালম্বন, অনাগতালম্বন, এই ৩ প্রকার ।
- লোকোত্তরে নির্বাণ ব্যতীত বর্তমান, অতীত, অনাগত ভেদে ৩ প্রকার আলম্বন ।
- প্রঃ— কাল বিমুক্ত আলম্বন কি?
- উঃ— উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য নির্বাণ তথা প্রজ্ঞপ্তিকে কাল বিমুক্ত আলম্বন বলা হয় ।
- প্রঃ— উক্ত মনোদ্বার বীথি আলম্বনবশে কয় প্রকারে প্রদর্শিত হয়?
- উঃ— যেই আলম্বন দ্বারপথে অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে অতি বিভূত আলম্বন কহে ।
- যেই আলম্বন স্পষ্ট প্রকাশ পায় তাহাকে বিভূত আলম্বন কহে ।
- যেই আলম্বন অস্পষ্ট তাহাকে অবিভূত আলম্বন কহে ।
- যেই আলম্বন অত্যন্ত অস্পষ্ট তাহাকে অতি অবিভূত আলম্বন বলে ।
- প্রঃ— উক্ত ৪ প্রকার বীথিকে বারবশে কিরূপে অভিহিত করা যায়?
- উঃ— অতি অবিভূতালম্বনে চিত্তের বীথি ভ্রমণ তদালম্বনে শেষ হওয়ায় তাহাকে তদালম্বন বার বলে । বিভূতালম্বনে চিত্তের বীথিভ্রমণ জবনেই শেষ হওয়ার তাহাকে জবন বার বলে । অবিভূতালম্বনে চিত্তের বীথিভ্রমণ ব্যবস্থাপনে শেষ হওয়ায় তাহাকে ব্যবস্থাপন বার বলে । অতি অবিভূতালম্বনে চিত্তের বীথি চিত্তের অনুৎপত্তি বশতঃ তাহাকে মোঘ বার বলে ।
- প্রঃ— কাম মনোদ্বার বীথিকে— ক্রমপর্যায় কিরূপে প্রদর্শন করা হয়?
- উঃ— চলন ভবাঙ্গ, উপচ্ছেদ ভবাঙ্গ, মনোদ্বারাবর্তন, সপ্ত জবন, তদালম্বন দুই, অতঃপর ভবাঙ্গপাত ।
- প্রঃ— চারি বার দ্বারা বিভক্ত কৃত— অবিভূত আলম্বন বীথিতে ব্যবস্থাপনে কয় চিত্তক্ষণ?
- উঃ— দুই, তিন চিত্তক্ষণ মাত্র ।

(ঙ) বিপাক নিয়ামক সংগ্রহ

- প্রঃ— বীথিচিত্ত সমূহ বিষয়ানুসারে উৎপন্ন হয় । উহাদের মধ্যে চক্ষু বিজ্ঞানাদি চিত্তসমূহ কুশল ও অকুশল বিপাক— উভয় প্রকারের আছে । আবার সৌমনস্য ও উপেক্ষা

বেদনায়ুক্ত — উভয় প্রকারের আছে। এইরূপে বিসদৃশ্য ও বিবিধ হওয়ায় কোন ক্ষেত্রে কোন বিপাক ও কোন বেদনায়ুক্ত চিত্ত উৎপন্ন হয়?

উঃ— গোচর ইষ্ট হইলে চক্ষু বিজ্ঞানাদি অহেতুক বিপাক চিত্তসমূহ কুশল বিপাকযুক্ত হয়। গোচর অতি ইষ্ট হইলে সন্তীরণ চিত্ত সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত হয়। আবার গোচর ইষ্ট না হইলে উক্ত বিজ্ঞানসমূহ অকুশল বিপাকযুক্ত হয়।

প্রঃ— দ্বেষ-জবনের পর তদালম্বন ও ভবাস্ত্র সমূহ কি রকম হয়?

উঃ— উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত তদালম্বন ও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত ভবাস্ত্র হয়।

প্রঃ— সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত দ্বারা প্রতিসন্ধি গৃহীত পুদগলের দ্বেষ জবনের পর কি প্রকারের ভবাস্ত্র হয়?

উঃ— আগন্তুক ভবাস্ত্র নামে উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত সন্তীরণ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— অতি ইষ্ট, মহদগত প্রজ্ঞাপ্রতিভা আলম্বন গ্রহণ করিয়া সৌমনস্য পুদগলের যদি দ্বেষ জবন জবিত হয়, তবে তাহার দ্বেষ জবনের শেষে কি প্রকারের ভবাস্ত্র উৎপন্ন হয়?

উঃ— আগন্তুক ভবাস্ত্র নামে উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত সন্তীরণ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— তদালম্বন চিত্তের উৎপত্তির কারণ কয়টি ও কি কি?

উঃ— কারণ তিনটি, যথাঃ—কাম পুদগল, কামজবন ও কামালম্বন, — এই ৩টি।

(চ) জবনবার সংগ্রহ

প্রঃ— কাম জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— স্বাভাবিক বেগ অনুসারে সাতবার অথবা ছয়বার জবিত হয়। দুর্বলাবস্থায় পাঁচবার জবিত হয়। ধ্যানাবস্থাতে চারিবার কিম্বা পাঁচবার জবিত হয়।

প্রঃ— অর্পণা জবনের প্রাক্কালে জবিত হয়, এমন কামজবন কয় প্রকার?

উঃ— ৮ প্রকার, যথাঃ কাম কুশল জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ৪, কামক্রিয়া জ্ঞান-সম্পর্কযুক্ত ৪, — এই ৮ প্রকার।

প্রঃ— উক্ত কামজবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— তীক্ষ্ণ পুদগলের তিনবার ও মন্দ পুদগলের চারিবার।

প্রঃ— তিনবার বলিতে কি বুঝায়?

উঃ— উপচার, অনুলোম ও গোত্রভূ, — এই ৩ প্রকার।

প্রঃ— চারিবার বলিতে কি বুঝায়?

উঃ— পরিকর্ম, উপচার, অনুলোম ও গোত্রভূ-এই ৪ প্রকার।

প্রঃ— অর্পণা জবনের উৎপত্তির নিয়ম কিরূপ?

উঃ— কামজবন যদি সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত হয়, তবে তাহার পরে অর্পণা জবনও সৌমনস্য

বেদনায়ুক্ত হয়। উহা যদি উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত হয়, তবে তাহার পরে অর্পণা জবনও উপেক্ষা বেদনায়ুক্ত হয়। আবার কামজবন যদি কুশল চিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শেষে ২৯ প্রকার অর্পণা কুশল জবন ও ১৫ প্রকার নিম্ন ফল জবন হয়। কাম জবন যদি ক্রিয়াচিত্ত হয়, উহার পরে অর্পণা জবন ও ৯ প্রকার ক্রিয়া জবন এবং অর্হৎ ফল জবন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— কাম-কুশল সৌমনস্য জবন দুইটির পর অর্পণা জবন কয়বার উৎপন্ন হয়?

উঃ— ৩২ বার উৎপন্ন হয়। যথাঃ-রূপাবচর কুশল সৌমনস্য ৪, লোকোত্তর কুশল সৌমনস্য ১৬, অরহত্ব ফল বর্জিত ফল জবন সৌমনস্য ১২,-এই ৩২ বার।

প্রঃ— কাম-কুশল উপেক্ষা জবন দুইটির পর অর্পণা জবন কয় বার উৎপন্ন হয়?

উঃ— ১২ যথাঃ রূপাবচর কুশল পঞ্চমধ্যান ১, অরূপাবচর কুশল পঞ্চমধ্যান ৪, লোকোত্তর কুশল পঞ্চমধ্যান ৪, অরহত্ব ফল পঞ্চমধ্যান বর্জিত ফল পঞ্চমধ্যান ৩,- এই ১২ বার।

প্রঃ— সৌমনস্য ক্রিয়া জবন দুইটির পর কয় বার অর্পণা জবন উৎপন্ন হয়?

উঃ— ৮ বার উৎপন্ন হয়। যথাঃ-রূপাবচর ক্রিয়া সৌমনস্য ৪, অরহত্ব ফল পঞ্চমধ্যান বর্জিত সৌমনস্য ৪,- এই ৮ বার।

প্রঃ— উপেক্ষা ক্রিয়া জবন দুইটির পর অর্পণা জবন কয় বার উৎপন্ন হয়?

উঃ— ৬ বার উৎপন্ন হয়। যথাঃ — রূপাবচর ক্রিয়া পঞ্চমধ্যান, ১, অরূপ ক্রিয়া ৪, অরহত্ব ফল পঞ্চমধ্যান ১, — এই ৬ প্রকার।

প্রঃ— আদি কর্মিক বীথিতে অর্পণা জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— একবার মাত্র জবিত হয়।

প্রঃ— মার্গ জবন ও অভিজ্ঞান জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— একবার করিয়া জবিত হয়।

প্রঃ— নিরোধ সমাপ্তির শেষ অবস্থায় ফল জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— একবার মাত্র জবিত হয়।

প্রঃ— মার্গ জবনের পর ফল জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— দুইবার জবিত হয়।

প্রঃ— নিরোধ সমাপ্তির আগে, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— দুইবার জবিত হয়।

প্রঃ— অবশিষ্ট সমাপ্তি বীথিসমূহে অর্পণা জবন কয়বার জবিত হয়?

উঃ— বহুবার জবিত হয়।

(ছ) ভূমি ভেদে বীথিচিহ্ন সংগ্রহ

- প্রঃ— কাম ভূমিতে বীথিচিহ্ন সংখ্যা কত প্রকার?
- উঃ— ৮০ প্রকার, যথাঃ— মহদগত বিপাক চিহ্ন ৯টি বর্জিত-অবশেষ ৮০ প্রকার হয়।
- প্রঃ— রূপভূমিতে বীথি চিহ্ন সংখ্যা কত প্রাপ্ত হয়?
- উঃ— বীথি চিহ্ন সংখ্যা ৬৯, যথাঃ-ঘ্রাণ বিজ্ঞান ২, জিহ্বা বিজ্ঞান ২, কায় বিজ্ঞান ২, মহাবিপাক চিহ্ন ৮, দ্বেষমূলক চিহ্ন ২, অরূপ বিপাক চিহ্ন ৪, — এই ২০ প্রকার চিহ্ন বর্জিত অবশেষ ৬৯ চিহ্ন, রূপভূমিতে প্রাপ্ত হয়।
- প্রঃ— অরূপ ভূমিতে বীথি চিহ্ন সংখ্যা কত প্রাপ্ত হয়?
- উঃ— ৪৬ চিহ্ন প্রাপ্ত হয়। যথাঃ-হৃদয় বাস্তুতে কখন আশ্রিত কখন অনাশ্রিত এরূপ উৎপন্ন চিহ্ন ৪২, অরূপ বিপাক চিহ্ন ৪,— মোট ৪৬ চিহ্ন প্রাপ্ত হয়।

(জ) ভূমি ভেদে পুদ্গলের শ্রেণী বিভাগ সংগ্রহ

- প্রঃ— সংক্ষেপতঃ একত্রিশ ভূমিতে কয় জন পুদ্গল পাওয়া যায়?
- উঃ— ১২ জন, যথাঃ-দুর্গতি অহেতুক পুদ্গল ১, সুগতি অহেতুক পুদ্গল ১, ত্রিহেতুক পৃথকজন পুদ্গল ১, দ্বিহেতুক পুদ্গল ২, আর্য পুদ্গল ৮,— এই ১২ জন।
- প্রঃ— বিস্তৃতার্থে কয়জন পুদ্গল গণনা করা হয়?
- উঃ— ২১৪ জন পুদ্গল গণনা করা হয়।
- প্রঃ— চতুর্বিধ অপায়ে পুদ্গল শ্রেণী কত?
- উঃ— শুধু একশ্রেণীর পুদ্গলই পাওয়া যায়। যথাঃ-দুর্গতি অহেতুক পুদ্গল।
- প্রঃ— মনুষ্যালোকে কত শ্রেণীর পুদ্গল পাওয়া যায়?
- উঃ— দুর্গতি অহেতুক পুদ্গল বর্জিত ১১ শ্রেণীর পুদ্গল পাওয়া যায়।
- প্রঃ— চতুর্মহারাজিক দেব ভূমিতে কয় শ্রেণীর পুদ্গল পাওয়া যায়?
- উঃ— দুর্গতি অহেতুক পুদ্গল বর্জিত ১১ শ্রেণীর পুদ্গল পাওয়া যায়।
- প্রঃ— ত্রয়োত্রিশ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পঞ্চ দেবভূমিতে কয় শ্রেণীর পুদ্গল পাওয়া যায়?
- উঃ— দুর্গতি ও সুগতি অহেতুক পুদ্গল বর্জিত ১০ প্রকারের পুদ্গল পাওয়া যায়।
- প্রঃ— প্রথম ধ্যান ভূমি হইতে বৃহৎফল ভূমি পর্যন্ত ব্রহ্মের এই দশ ভূমিতে কত সংখ্যক পুদ্গল পাওয়া যায়?
- উঃ— ত্রিহেতুক পৃথকজন ১, আর্য পুদ্গল ৮,— এই ৯ জন পুদ্গল পাওয়া যায়।
- প্রঃ— অসংজ্ঞসত্ত্ব ব্রহ্ম ভূমিতে কয় শ্রেণীর পুদ্গল পাওয়া যায়?
- উঃ— সুগতি অহেতুক পুদ্গল এক শ্রেণীর পাওয়া যায়।

- প্রঃ— পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্ম ভূমিতে কয় শ্রেণীর পুদগল পাওয়া যায়?
- উঃ— অনাগামী পুদগল, অর্হৎ-মার্গ পুদগল, অর্হৎফল পুদগল— এই ৩ শ্রেণীর পুদগল পাওয়া যায় ।
- প্রঃ— চতুর্বিধ অরূপ ভূমির এক এক ভূমিতে, কত সংখ্যক পুদগল পাওয়া যায়?
- উঃ— স্রোতপত্তি মার্গ পুদগল বর্জিত আর্য পুদগল ৭ জন ও ত্রিহেতুক পৃথকজন পুদগল ১ জন, — এই ৮ জন পুদগল পাওয়া যায় ।
- প্রঃ— একবিংশ ভুবনের ২১৪ জন পুদগল কিরূপে গণনা করা যায়?
- উঃ— গণনা নীতি এইরূপঃ—
কামালোকে পুদগল সংখ্যা বা শ্রেণী ৭৬ ।
দশ রূপাবচর ভূমিতে পুদগল সংখ্যা বা শ্রেণী ৯০ ।
অসংজ্ঞসত্ত্ব ভূমিতে পুদগল সংখ্যা বা শ্রেণী ১ ।
পঞ্চ শুদ্ধাবাস ভূমিতে পুদগল সংখ্যা বা শ্রেণী ১৫ ।
চারি অরূপভূমিতে পুদগল সংখ্যা বা শ্রেণী ৩২ ।
মোট ২১৪ জন পুদগল ।

(ঝ) পুদগল ভেদে চিত্ত সংগ্রহ

- প্রঃ— অহেতুক দুর্গত পুদগলেরা কত চিত্ত প্রাপ্ত হয়?
- উঃ— ৩৭ চিত্ত প্রাপ্ত হয় । যথাঃ—কামাবচর চিত্ত ৫৪ হইতে ক্রিয়া জবন ৯ ও মহাবিপাক চিত্ত ৮,— এই ১৭ চিত্ত বাদ যাইয়া শেষ ৩৭ চিত্ত প্রাপ্ত হয় ।
- প্রঃ— অহেতুক সুগতি পুদগলেরা ও দ্বিহেতুক পুদগলেরা কত চিত্ত লাভ করে?
- উঃ— ইহারা ৪১ চিত্ত লাভ করে । যথাঃ— অকুশল চিত্ত ১২, হাস্যৎপত্তি বর্জিত অহেতুক চিত্ত ১৭, মহাকুশল চিত্ত ৮, জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত মহাবিপাক চিত্ত ৪, — এই ৪১ চিত্ত ।
- প্রঃ— অপ্রাপ্ত ধ্যানী, ত্রিহেতুক পুদগলেরা কত চিত্ত লাভ করে?
- উঃ— ইহারা ৪৫ চিত্ত লাভ করে । যথাঃ— দ্বিহেতুক -লব্ধ চিত্ত ৪১, জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত বিপাক চিত্ত ৪,— এই ৪৫ চিত্ত লাভ করে ।
- প্রঃ— ধ্যান প্রাপ্ত ত্রিহেতুক পুদগলেরা কত চিত্ত প্রাপ্ত হয়?
- উঃ— ইহারা ৫৪ চিত্ত প্রাপ্ত হয় । যথাঃ— অপ্রাপ্ত ধ্যানী ত্রিহেতুকের লব্ধ চিত্ত ৪৫, মহদগত কুশল চিত্ত ৯,— এই ৫৪ চিত্ত প্রাপ্ত হয় ।
- প্রঃ— স্রোতপত্তি মার্গ পুদগলেরা কত চিত্ত লাভ করে?
- উঃ— ইহারা একটি মাত্র স্রোতপত্তি মার্গ চিত্ত লাভ করে ।
- প্রঃ— সক্দাগামী মার্গ, অনাগামী মার্গ ও অর্হৎ মার্গ পুদগলেরা কত চিত্ত লাভ করে?
- উঃ— উপরোক্ত প্রত্যেক মার্গের পুদগলেরা এক একটি মাত্র চিত্ত লাভ করে ।

- প্রঃ— কি কারণে একমাত্র চিত্ত লাভ করে?
- উঃ— মার্গ চিত্ত উৎপত্তি ক্ষণেই মার্গ পুদ্গল নামে অভিহিত হয়, তদ্ব্যতীত এক চিত্ত (ক্ষণ) মাত্র লাভ করে।
- প্রঃ— স্রোতাপত্তি ফল পুদ্গলের ও সকৃদাগামী ফল পুদ্গলের কত সংখ্যক চিত্ত লাভ হয়?
- উঃ— অপ্রাপ্ত ধ্যান ত্রিহেতুকের লব্ধ চিত্ত ৪৫ হইতে দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত চিত্ত ৪ এবং বিচিকিৎসা সহগত চিত্ত ১, এই পাঁচ চিত্ত বাদ যাইয়া শেষ ৪০ চিত্তের সহিত স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত ১ যোগ করিলে স্রোতাপত্তি ফল পুদ্গলের ৪১ চিত্ত পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত একটি উক্তানুরূপ যোগ করিলে সকৃদাগামী পুদ্গলের ও ৪১ চিত্ত লাভ হয়।
- প্রঃ— অনাগামী পুদ্গলের চিত্ত সংখ্যা কত?
- উঃ— চিত্ত সংখ্যা ৩৯। যথাঃ— স্রোতাপত্তির প্রাপ্ত চিত্ত ৪১ হইতে দ্বৈতমূলক চিত্ত ২ ও স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত ১টি বাদ যাইয়া অনাগামী মার্গ চিত্ত ১টি যোগ করিলেই চিত্ত সংখ্যা ৩৯ হয়।
- প্রঃ— অর্হৎ পুদ্গলের প্রাপ্ত চিত্ত সংখ্যা কত?
- উঃ— কামাবচর চিত্ত ৫৪ হইতে অকুশল চিত্ত ১২ ও কুশল চিত্ত ৮ বাদ যাইয়া অবশেষ ৩৪ চিত্তের সহিত অর্হৎ ফল চিত্ত ১ যোগ করিলে ৩৫ চিত্ত অর্হৎ পুদ্গলের লাভ করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৬। রূপ সংগ্রহে

(ক) রূপ সমুদ্দেশ্য সংগ্রহ

- প্রঃ— রূপ কাহাকে বলে?
- উঃ— যেই পদার্থ সমূহ শীতাতপে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় বিকার প্রাপ্ত হয়, সেই পদার্থ সমূহকে রূপ বলে।
- প্রঃ— প্রধানতঃ রূপ কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি?
- উঃ— রূপ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথাঃ— ভূতরূপ ৪ প্রকার, উপাদারূপ ২৪ প্রকার। পক্ষান্তরে রূপকে অন্য দুই প্রকারেও বিভক্ত করা যায়। যথাঃ-নিষ্পন্ন রূপ ১৮ প্রকার ও অনিষ্পন্ন রূপ ১০ প্রকার।
- প্রঃ— ৪ প্রকার ভূতরূপ কি কি?
- উঃ— পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ু।
- প্রঃ— ইহাদিগকে ভূতরূপ অর্থাৎ মহাভূত বলা হয় কেন?
- উঃ— ইহারা বৃহদাকারে প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া ইহাদিগকে ভূতরূপ বা মহাভূত বলা হয়।

প্রঃ— উপাদারূপ বলা হয় কেন?

উঃ— ভূতরূপকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে উপাদারূপ বলা হয়।

(খ) রূপ বিভাগ সংগ্রহ

প্রঃ— নিম্পন্ন রূপ কাহাকে বলে ও কি কি?

উঃ— যে রূপসমূহের স্বতন্ত্র ভাব ও লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে নিম্পন্ন রূপ বলে। যথাঃ-ভূতরূপ, প্রসাদরূপ, গোচররূপ, ভাবরূপ, হৃদয়রূপ, জীবিতরূপ ও আহাররূপ।

প্রঃ— প্রসাদরূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— প্রসাদরূপ ৫ প্রকার, যথাঃ-চক্ষু প্রসাদ, শ্রোত্র প্রসাদ, ঘ্রাণ প্রসাদ, জিহ্বা প্রসাদ ও কায় প্রসাদ, — এই ৫ প্রকার।

প্রঃ— গোচররূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— গোচররূপ ৫ প্রকার, যথাঃ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও (আপধাতু বর্জিত ভূতত্রয় নামক) স্পর্শ।

প্রঃ— স্পর্শ বলিতে কি বুঝায়?

উঃ— স্পর্শ বলিতে অপ ব্যতীত তিন প্রকার মহাভূতকে বুঝায়, কারণ ইহাদিগকে কায়দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

প্রঃ— ভাবরূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— ভাবরূপ ২ প্রকার, যথাঃ— স্ত্রীভাব ও পুংভাব।

প্রঃ— অনিম্পন্নরূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— অনিম্পন্নরূপ ১০ প্রকার, যথাঃ-আকাশ ধাতু ১, বিজ্ঞপ্তি রূপ ২, বিকার রূপ ৩, লক্ষণ রূপ ৪,-এই ১০ প্রকার।

প্রঃ— আকাশ ধাতু কাহাকে বলে?

উঃ— রূপ সমূহের নির্দিষ্ট সীমা বা পরিচ্ছেদকে এক্ষেত্রে আকাশ ধাতু কহে।

প্রঃ— বিজ্ঞপ্তি রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— বিজ্ঞপ্তি রূপ ২ প্রকার, যথাঃ-কায় বিজ্ঞপ্তি ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি, -এই ২ প্রকার।

প্রঃ— বিকার রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— বিকার রূপ ৩ প্রকার, যথাঃ-লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা,— এই ৩ প্রকার।

প্রঃ— লক্ষণ রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— লক্ষণ রূপ ৪ প্রকার, যথাঃ— রূপের উপচয়, সম্ভতি, জরতা ও অনিত্যতা,
— এই ৪ প্রকার।

প্রঃ— আধ্যাত্মিক রূপ কাহাকে বলে?

উঃ— ৫ প্রকার প্রসাদ রূপকে আধ্যাত্মিক রূপ বলে।

প্রঃ— বাহ্যিক রূপ কাহাকে বলে?

উঃ— প্রসাদ রূপ ব্যতীত অবশিষ্ট ২৩ প্রকার রূপকে বাহ্যিক রূপ বলে।

প্রঃ— বাস্তুরূপ কাহাকে বলে?

উঃ— ৫ প্রকার প্রসাদ রূপ ও হৃদয়বাস্তু, — এই ৬ প্রকার রূপকে বাস্তুরূপ বলে।

প্রঃ— অবাস্তু রূপ কাহাকে বলে?

উঃ— প্রসাদ রূপ ও হৃদয়বাস্তু ব্যতীত অবশিষ্ট ২৩ প্রকার রূপকে অবাস্তু রূপ বলে।

যথাঃ— ভূতরূপ ৪, গোচররূপ ৫, ভাবরূপ ২, জীবিতরূপ ১, আহাররূপ ১, ও
অনিষ্পন্নরূপ ১০— এই ২৩ প্রকার।

প্রঃ— দ্বার রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— দ্বার রূপ ৭ প্রকার, যথাঃ— প্রসাদ রূপ ৫ ও বিজ্ঞপ্তি রূপ ২,— এই ৭ প্রকার।

প্রঃ— অদ্বার রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— অদ্বার রূপ ২২ প্রকার, যথাঃ— ভূতরূপ ৪, গোচররূপ ৫, ভাবরূপ ২, হৃদয়রূপ
১, জীবিতরূপ ১, আহাররূপ ১, পরিচ্ছেদরূপ ১, বিকাররূপ ৩ ও লক্ষণরূপ
৪,— এই ২২ প্রকার।

প্রঃ— ৫ প্রকার প্রসাদ রূপ ও বিজ্ঞপ্তি রূপদ্বয়কে দ্বার বলে কেন?

উঃ— বীথি চিত্ত সমূহের উৎপত্তির কারণ বশতঃ ৫ প্রকার প্রসাদ রূপকে দ্বার বলে, এবং

পাপ পুণ্য সাধনের কারণ বশতঃ বিজ্ঞপ্তিদ্বয়কেও দ্বার বলে ।

প্রঃ— ইন্দ্রিয় রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— ইন্দ্রিয় রূপ ৮ প্রকার, যথাঃ— প্রসাদরূপ ৫, ভাবরূপ ২, জীবিতরূপ ১,
— এই ৮ প্রকার ।

প্রঃ— প্রসাদ রূপ, ভাবরূপ ও জীবিত রূপকে ইন্দ্রিয় রূপ বলে কেন?

উঃ— উক্ত রূপ সমূহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে মোক্ষে ইন্দ্রত্ব করে অর্থাৎ প্রাধান্য বজায় রাখে
বলিয়া ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় রূপ বলে ।

প্রঃ— অনিন্দ্রিয় রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— অনিন্দ্রিয় রূপ ২০ প্রকার, যথাঃ— ভূত রূপ ৪, গোচর রূপ ৫, হৃদয় রূপ ১,
অনিষ্পন্ন রূপ ১০,— এই ২০ প্রকার ।

প্রঃ— ঔলারিক রূপ ও সূক্ষ্ম রূপ কাহাকে বলে ও কি কি?

উঃ— ৫ প্রকার প্রসাদ রূপ ও ৭ প্রকার গোচর রূপ — এই ১২ প্রকার রূপকে ঔলারিক
রূপ বলে ।

এতদ্ব্যতীত ১৬ প্রকার রূপকে সূক্ষ্ম রূপ কহে ।

প্রঃ— ঔলারিক রূপ, সপ্রতিঘ রূপ ও সন্তিকে রূপ, ইহাদের প্রভেদ কি?

উঃ— ইহাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই । যাহাকে ঔলারিক রূপ বলে, তাহাকেই
সপ্রতিঘরূপ বা সন্তিকে রূপ কহে ।

প্রঃ— সম্প্রতিসরূপ ও দূরে রূপ বলিতে কি বুঝায়?

উঃ— সপ্রতিঘরূপ ও দূরে রূপ বলিতে ১৬ প্রকার সূক্ষ্ম রূপকে বুঝায় ।

প্রঃ— উপাদিন্ন রূপ ও অনুপাদিন্ন রূপ কাহাকে বলে?

উঃ— ১৮ প্রকার কর্মজ রূপকে উপাদিন্ন রূপ বলে এবং চিত্তজ, ঋতুজ ও আহারজ
রূপকে অনুপাদিন্ন রূপ বলে ।

প্রঃ— গোচর গ্রাহক রূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— গোচর গ্রাহক রূপ ৫ প্রকার, যথাঃ— চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় ।

প্রঃ— সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত গ্রাহকরূপ বলিতে কি বুঝায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।

উঃ— চক্ষু ও শ্রোত্র এই দুই প্রসাদরূপ স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আলম্বন সম্পৃক্ত না হইলে ও অর্থাৎ
গ্রহণীয় আলম্বন সমূহ দূরে থাকিলেও গোচর গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে অসম্পৃক্ত

গ্রাহক রূপ বলে । ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা ও কায়, এই তিনটি প্রসাদরূপ সম্পৃক্ত আলম্বন সমূহ অর্থাৎ নাসিকায় গন্ধ প্রবেশ করিলে, জিহ্বায় রস স্পৃষ্ট হইলে, কায়ের স্পর্শ হইলে, গোচর গ্রহণ করিতে পারে, নচেৎ পারে না । তদ্ব্যতীত ইহাদিগকে সম্পৃক্ত গ্রাহকরূপ বলে ।

প্রঃ— অবিনিষ্টোগ ও বিনিষ্টোগরূপ কাকে বলে?

উঃ— ৪ প্রকার মহাভূতরূপ এবং বর্ণ, গন্ধ, রস ও ওজ, এই ৮ প্রকার রূপকে অবিনিষ্টোগরূপ বলে, কারণ ইহারা অবিভাজ্য । আর অবশিষ্ট ১২ প্রকার রূপকে বিনিষ্টোগ বা বিভাজ্যরূপ বলে ।

প্রঃ— সনিদর্শন, অনিদর্শন রূপ কাকে বলে?

উঃ— বর্ণকে অর্থাৎ রূপালম্বনকে সনিদর্শন রূপ বলে । অবশিষ্ট ২৭ প্রকার রূপকে অনিদর্শন রূপ বলে ।

(গ) রূপ সমুখান সংগ্রহ

প্রঃ— রূপ সমুখান বা রূপের উৎপাদক ধর্ম কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— রূপ সমুখান ধর্ম ৪ প্রকার, যথাঃ-কর্ম, চিত্ত, ঋতু ও আহার,— এই চারি প্রকার ধর্ম দ্বারা রূপের সমুখান হয় ।

প্রঃ— কর্ম কাকে বলে?

উঃ— অতীত অকুশল চেতনা ১২ প্রকার ।

অতীত কামকুশল চেতনা ৮ প্রকার ।

অতীত রূপকুশল চেতনা ৫ প্রকার ।

এই ২৫ প্রকার অতীত চেতনা সমূহকে কর্ম বলে ।

প্রঃ— কর্ম কোন্ সময় হইতে কিরূপে রূপ উৎপন্ন করে?

উঃ— কর্ম যথোপযুক্ত ভূবনে প্রতিসন্ধি চিত্তের উৎপত্তির ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবজ্জীবন নদী স্রোতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে কর্মজরূপ উৎপন্ন করে ।

প্রঃ— রূপোৎপাদক চিত্ত কয় প্রকার ও কি কি?

- উঃ— রূপোৎপাদক চিত্ত ৭৫ প্রকার, যথাঃ— অকুশল চিত্ত ১২ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান বর্জিত অহেতুক চিত্ত ৮, কামাবচর শোভন চিত্ত ২৪, রূপাবচর চিত্ত ১৫, অরূপাবচর কুশল চিত্ত ৪, ক্রিয়া চিত্ত ৪ ও লোকান্তর চিত্ত ৮, — এই ৭৫ প্রকার ।
- প্রঃ— কোন্ কোন্ চিত্ত রূপোৎপাদক নহে?
- উঃ— দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান চিত্ত, অরূপ বিপাক চিত্ত, ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্ত, অর্হৎদের চ্যুতি চিত্ত এবং অরূপব্রহ্মদের লব্ধ চিত্ত সমূহ রূপোৎপাদক নহে ।
- প্রঃ— চিত্ত কোন্ সময় হইতে রূপ উৎপাদন করে?
- উঃ— পঞ্চ বোকার ভূমিতে প্রতিসন্ধি চিত্তের অব্যবহিত পর,— প্রথম ভবাঙ্গ চিত্তের উৎপত্তি ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক চিত্তের উৎপত্তি ক্ষণে, রূপোৎপাদন করে ।
- প্রঃ— চিত্তের রূপোৎপাদন নীতির বর্ণনা কর?
- উঃ— রূপোৎপাদক চিত্ত সমূহের মধ্যে ২৬ প্রকার অর্পণা জবন চিত্ত, ঈর্ষাপথের স্তম্ভন করে, অর্থাৎ গমনাদি শরীরের কার্যকলাপ সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন করে । মনোদ্বারাবর্তন ২৯ প্রকার কাম জবন ও অভিজ্ঞানদ্বয়,— ইহারা বিজ্ঞপ্তিদ্বয়ের সম্পাদক । তাহাদের মধ্যে সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্তসমূহ হর্ষ উৎপাদন করে । এই ক্ষেত্রে সৌমনস্য বেদনায়ুক্ত চিত্ত ১৩ প্রকার, যথাঃ— লোভমূলক সৌমনস্য ৪, মহাকুশল সৌমনস্য ৪, মহাক্রিয়া সৌমনস্য ৪, হাস্যুৎপত্তি সৌমনস্য ১, —এই ১৩ প্রকার ।
- প্রঃ— ঋতু বলিতে কি বুঝায়?
- উঃ— ঋতু বলিতে তেজ ধাতুকেই বুঝায়, অর্থাৎ শীতাতপের তারতম্যকে ঋতু বলে । ইহা ২ প্রকার, যথাঃ— শীত ও উষ্ণ ।
- প্রঃ— ঋতু কোন্ সময় কোথায় রূপোৎপন্ন করে?
- উঃ— প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিতিক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঋতু বা তেজ ধাতু স্থিতি প্রাপ্ত হইলে চিত্তোৎপাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষণে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক রূপ যথাসম্ভব উৎপাদন করে ।
- প্রঃ— ওজ বা আহার কখন কিরূপে রূপ উৎপাদন করে?
- উঃ— ওজ বা আহার গ্রাস করিয়া উদরস্থ হইলে, আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ওজ দ্বয় মিশ্রিত হইয়া রূপ উৎপাদন করে ।

প্রঃ— একান্ত কর্মজরূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— একান্ত কর্মজরূপ ৯ প্রকার, যথাঃ-প্রসাদরূপ ৫, ভাবরূপ ২, জীবিতরূপ ১ ও হৃদয়রূপ ১,-এই ৯ প্রকার।

ইহারা কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে একান্ত কর্মজ রূপ বলে।

প্রঃ— একান্ত চিত্তজরূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— একান্ত চিত্তজরূপ ২ প্রকার, যথাঃ-কায় বিজ্ঞপ্তি ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি,— এই ২ প্রকার।

প্রঃ— শব্দ কি কি কারণে উৎপন্ন হয়?

উঃ— চিত্ত ও ঋতু দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— লঘুতাাদি রূপত্রয় অর্থাৎ রূপের লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা এই তিনটি রূপ কোন্ কোন্ কারণে উৎপন্ন হয়?

উঃ— রূপের লঘুতাাদি ঋতু, চিত্ত ও আহারের দ্বারা উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— চারিটি কারণে উৎপন্ন হয়, এমন রূপ কয় প্রকার?

উঃ— ৯ প্রকার রূপ, চারিটি কারণে উৎপন্ন হয়। যথাঃ-অবিভাজ্যরূপ ৮ ও পরিচ্ছেদ রূপ ১,— এই ৯ প্রকার।

প্রঃ— কারণ বিযুক্ত রূপ কয় প্রকার?

উঃ— ৪ প্রকার, যথাঃ-উপচয়, সত্ত্বতি, জরতা ও অনিত্যতা,— এই ৪ প্রকার।

প্রঃ— কর্মজ সাধারণ রূপ কয় প্রকার?

উঃ— কর্মজ সাধারণ রূপ ১৮ প্রকার, যথাঃ-একান্ত কর্মজরূপ ৯ ও অনৈকান্তিক কর্মজ রূপ ৯,-এই ১৮ প্রকার।

প্রঃ— সাধারণ চিত্তজ রূপ কয় প্রকার?

উঃ— সাধারণ চিত্তজরূপ ১৫ প্রকার, যথাঃ-একান্ত চিত্তজরূপ ২ ও অনৈকান্তিক চিত্তজরূপ ১৩,— এই ১৫ প্রকার।

প্রঃ— অনৈকান্তিক চিত্তজরূপ ১৩ প্রকার কি কি?

উঃ— অবিভাজ্যরূপ ৮, শব্দরূপ ১, পরিচ্ছেদরূপ ১ ও বিকাররূপ ৩,— এই ১৩ প্রকার।

প্রঃ— ঋতুজরূপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— ঋতুজরূপ ১৩ প্রকার, যথাঃ-অবিভাজ্যরূপ ৮, শব্দরূপ ১, পরিচ্ছেদরূপ ১, বিকাররূপ ৩,— এই ১৩ প্রকার।

প্রঃ— আহারজরূপ কয় প্রকার?

উঃ— আহারজরূপ ১২ প্রকার, যথাঃ— অবিভাজ্যরূপ ৮, পরিচ্ছেদরূপ ১, ও বিকাররূপ ৩,— এই ১২ প্রকার।

(ঘ) রূপ কলাপ যোজনা সংগ্রহ

প্রঃ— রূপ কলাপ কাহাকে বলে?

উঃ— রূপ সমষ্টি বা রূপ পিণ্ডকে কলাপ বলে, অর্থাৎ যে সকল রূপ যুগপৎ উৎপন্ন হয়, যুগপৎ নিরোধ হয় এবং একমাত্র আধারে আশ্রিত হয়, সেই সকল সহজাত রূপের সমষ্টিকে রূপকলাপ বলে।

প্রঃ— কলাপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— কলাপ ২১ প্রকার, যথাঃ—কর্মজ রূপ কলাপ ৯, চিত্তজরূপ কলাপ ৬, ঋতুজ রূপ কলাপ ৪ ও আহারজ রূপ কলাপ ২,— এই ২১ প্রকার।

প্রঃ— ৯ প্রকার কর্মজ কলাপ কি কি?

উঃ— ৯ প্রকার কর্মজ কলাপ নিম্নলিখিত নিয়মে বিভাগ করিতে হয়।

যথাঃ— চক্ষুদশক ১, শ্রোত্র দশক ১, ঘ্রাণ দশক ১, জিহ্বা দশক ১, কায় দশক ১, ভাব দশক ১, বাস্তু দশক ১ ও জীবিত নবক ১,— এই ৯ প্রকার।

প্রঃ— কর্মজ কলাপসমূহ কিরূপে গঠিত হয়?

উঃ— কর্মজ কলাপ সমূহ নিম্ন লিখিত রূপে গঠিত হয়, যথাঃ—

(১) ১ প্রকার জীবিতরূপ, ৮ প্রকার অবিভাজ্য রূপের সহিত চক্ষু প্রসাদ যুক্ত হইয়া চক্ষু দশক কলাপ গঠিত হয়।

(২) শ্রোত্র প্রসাদ ১, জীবিত রূপ ১ ও অবিভাজ্য রূপ ৮, ইহাদের সংযোগে শ্রোত্র দশক গঠিত হয়।

সেইরূপ ঘ্রাণদশক, জিহ্বাদশক, কায়দশক, ভাবদশক ও বাস্তুদশক সম্বন্ধে ও জ্ঞাতব্য। কিন্তু জীবিত রূপের সহিত অবিভাজ্য রূপ যুক্ত হইয়া, জীবিত নবক গঠিত হয়।

প্রঃ— ৬ প্রকার চিত্তজ কলাপ কি কি এবং কিরূপে তাহা গঠিত হয়?

উঃ— ছয় প্রকার চিত্তজ কলাপ গঠন প্রণালী যথাঃ-

- (১) কেবল অবিভাজ্য রূপ দ্বারা গঠিত “শুদ্ধাষ্টকঃ।
- (২) অবিভাজ্য রূপ ও কায়বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গঠিত “কায়বিজ্ঞপ্তি নবকঃ।
- (৩) অবিভাজ্য রূপ ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি এবং শব্দ দ্বারা গঠিত “বাক্য বিজ্ঞপ্তি দশকঃ।
- (৪) অবিভাজ্য রূপ ও লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা দ্বারা গঠিত লঘুতাди একাদশক।
- (৫) লঘুতাди একাদশকের সহিত কায় বিজ্ঞপ্তি যুক্ত হইয়া কায় বিজ্ঞপ্তি লঘুতাди দ্বাদশক।
- (৬) উক্ত একাদশকের সহিত বাক্য বিজ্ঞপ্তি ও শব্দ যোগে বাক্য বিজ্ঞপ্তি, শব্দ, লঘুতাди ত্রয়োদশক।

প্রঃ— ঋতুজ কলাপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— ঋতুজ কলাপ চারি প্রকার, যথাঃ-শুদ্ধাষ্টক, শব্দনবক, লঘুতাди একাদশক ও লম্বা লঘুতাди দ্বাদশক এই ৪ প্রকার।

প্রঃ— ঋতুজ কলাপ সমূহ কিরূপে গঠিত হয়।

উঃ— কেবল ৮ প্রকার অবিভাজ্য রূপ দ্বারা (শুদ্ধাষ্টক ঋতুজ কলাপ গঠিত হয়)। উক্ত শুদ্ধাষ্টকের সহিত শব্দ যুক্ত হইয়া শব্দনবক গঠিত হয়। উক্ত শব্দনবকের সহিত লঘুতাди যুক্ত হইয়া একাদশক গঠিত হয়। উক্ত একাদশকের সহিত শব্দ যুক্ত হইয়া শব্দ লঘুতাди দ্বাদশক কলাপ গঠিত হয়।

প্রঃ— আহারজ কলাপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— আহারজ কলাপ ২ প্রকার, যথাঃ-শুদ্ধাষ্টক এবং শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাди একাদশক,- এই ২ প্রকার।

প্রঃ— আহারজ কলাপ ২ প্রকার কিরূপে গঠিত হয়?

উঃ— অবিভাজ্যরূপ শুদ্ধাষ্টক কলাপের সহিত লঘুতা, মৃদুতা ও কর্মণ্যতা যুক্ত হইয়া লঘুতাди একাদশক কলাপ গঠিত হয়।

প্রঃ— ২১ প্রকার রূপকলাপের মধ্যে কোন্ কোন্ কলাপ আধ্যাত্মিক শরীরে পাওয়া যায় এবং কোন্ কোন্ কলাপ বাহ্যিক জড় পদার্থে পাওয়া যায়?

উঃ— ২১ প্রকার রূপকলাপের মধ্যে শুদ্ধাষ্টক ও শব্দনবক, এই ২ প্রকার ঋতুজ কলাপ বাহ্যিক জড় পদার্থে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট কলাপ সমূহ কেবল আধ্যাত্মিক শরীরে পাওয়া যায়।

প্রঃ— আকাশ ধাতু বা পরিচ্ছেদ রূপ ও লক্ষণ রূপ ইহাদিগকে কলাপের অঙ্গরূপে গ্রহণ করে না কেন?

উঃ— আকাশ ধাতু বা পরিচ্ছেদ রূপ, রূপকলাপের স্ব, স্ব, সীমা বা পরিচ্ছেদ মাত্র এবং লক্ষণ রূপ, রূপকলাপ সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্যতীত আর কিছু নহে; সুতরাং ইহারা কলাপের অঙ্গরূপে গৃহীত হয় না।

(ঙ) রূপোৎপত্তিক্রম সংগ্রহ

প্রঃ— যোনী কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ— যোনী ৪ প্রকার, যথাঃ-অন্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও ঔপপাতিক।

প্রঃ— গর্ভাশয় যোনী কাহাকে বলে?

উঃ— জরায়ুজও অন্ডজ, উভয় প্রকার যোনীকে গর্ভাশয় যোনী বলা হয়, যেহেতু ইহারা মাতৃগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্রঃ— ঔপপাতিক ও স্বেদজ পুদ্গলের রূপোৎপত্তি কিরূপে হয়?

উঃ— ঔপপাতিক ও স্বেদজ পুদ্গলের প্রতিসন্ধিক্ষণে, চক্ষু দশক, শ্রোত্র দশক, ঘ্রাণ দশক, জিহ্বা দশক, কায় দশক, ভাবদশক ও বাস্তু দশক,— এই ৭ প্রকার কর্মজ কলাপ উৎপন্ন হয়। পরে জীবনান্ত পর্যন্ত ঋতুজ প্রভৃতি কলাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রঃ— ইহারা বিকলাঙ্গ হয় কি?

উঃ— কখন, কখন, ইহাদের চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ ও ভাব কলাপের হানি ঘটে।

প্রঃ— গর্ভাশয়ী পুদ্গলের রূপোৎপত্তি কিরূপে হয়?

উঃ— গর্ভাশয়ে উৎপন্ন পুদ্গলের, প্রতিসন্ধিক্ষণে— কায় দশক, ভাব দশক ও বাস্তুদশক, — এই ৩ প্রকার দশকই উৎপন্ন হয়। অতঃপর প্রবর্তিতকালে, অর্থাৎ প্রতিসন্ধিক্ষণের পর, সপ্তম সপ্তাহে অথবা একাদশ সপ্তাহেঃ— চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা ও কায় দশক উৎপন্ন হয়।

প্রঃ— কর্মজ রূপসমূহ কোন্ সময় হইতে বিচ্ছিন্ন হয়?

উঃ— মরণ সময়ে, চ্যুতি চিন্তের সপ্তদশ চিন্তক্ষণ পূর্বে, স্থিতিক্ষণ হইতে আর কর্মজ

রূপকলাপ উৎপন্ন হয় না। পূর্বোৎপন্ন কর্মজ রূপকলাপ চ্যুতি চিত্তক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া নিরুদ্ধ হয়। অতঃপর চিত্তজ ও আহারজ রূপকলাপ বিচ্ছিন্ন হয়। সর্বশেষ ঋতু সমুখিত রূপকলাপ পরম্পরা মৃতকলেবর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(৭) নির্বাণ

প্রঃ— নির্বাণ কাহাকে বলে?

উঃ— “বাণ” বা বন্ধন হইতে মুক্তিকেই নির্বাণ বলে।

প্রঃ— কিসের বন্ধন?

উঃ— তৃষ্ণার বন্ধন।

প্রঃ— তৃষ্ণা সত্ত্ব বা প্রাণীগণকে কোথায় বন্ধন করিয়া রাখে?

উঃ— তৃষ্ণা সত্ত্বগণকে কাম, রূপ ও অরূপ লোকে বন্ধন করিয়া নানাবিধ কর্ম সম্পাদন করাইতেছে এবং তাহার ফলে তাহারা এই ত্রিভূমির উপরে নীচে, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে। ঈদৃশ বন্ধন অতিক্রম করাই নির্বাণ।

প্রঃ— নির্বাণ কি প্রত্যক্ষ করা যায়?

উঃ— নির্বাণ চারি মার্গজ্ঞান— স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান, সকৃদাগামী মার্গজ্ঞান, অনাগামী মার্গজ্ঞান ও অর্হত্ব মার্গজ্ঞান এবং চারি ফলজ্ঞান— স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান, সকৃদাগামী ফলজ্ঞান, অনাগামী ফলজ্ঞান ও অর্হত্ব ফলজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। নির্বাণ পরমার্থিকভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়াই, ইহা লোকোত্তর মার্গচিন্তনের আলম্বন। নির্বাণালম্বন ব্যতীত মার্গচিন্ত এবং ফলচিন্ত উৎপন্ন হইত পারে না।

প্রঃ— নির্বাণ কয় প্রকার?

উঃ— অর্হতাদির অধিগত নির্বাণ মুখ্যতঃ এক প্রকার কিন্তু উপাদিভেদে দুই প্রকার— সউপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

প্রঃ— নির্বাণকে সউপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ বলা হয় কেন?

উঃ— কামোপাদির দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া পঞ্চঙ্করের অপর নাম “উপাদি” । এই উপাদি মাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু সমগ্র ক্রেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই অর্থে সউপাদিশেষ । উপাদির অভাবই অনুপাদি । সউপাদিশেষ নির্বাণ বুদ্ধের ও অর্হতের চ্যুতির পূর্বাবস্থা এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণ চ্যুতির পরের অবস্থা । প্রথম অবস্থা ক্রেশের নির্বাণ, শেষের অবস্থান ঙ্করেরও নির্বাণ ।

প্রঃ— নির্বাণকে “শূন্য” বলা হয় কেন?

উঃ— রাগ, দ্বেষ, মোহাদি সর্ববিধ সংস্কার শূন্য বলিয়া নির্বাণকে “শূন্য” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “অনিমিত্ত” বলা হয় কেন?

উঃ— রাগ, দ্বেষ, মোহাদি নিমিত্ত রহিত বলিয়া নির্বাণকে “অনিমিত্তঃ” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “অপ্রনিহিত” বলা হয় কেন?

উঃ— প্রনিধি বা তৃষ্ণারহিত বলিয়া নির্বাণকে “অপ্রনিহিতঃ” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “অচ্যুত” বলা হয় কেন?

উঃ— চ্যুত রহিত বলিয়া নির্বাণকে “অচ্যুত” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “অনন্ত” বলা হয় কেন?

উঃ— অন্ত বা পর্যবসান রহিত বলিয়া নির্বাণকে “অনন্তঃ” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “অকৃত” “অসংস্কৃত” বলা হয় কেন?

উঃ— নির্বাণ কোন প্রকার প্রত্যয়াদির দ্বারা কৃত বা সংস্কৃত নয় বলিয়া নির্বাণকে “অকৃত” “অসংস্কৃত” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “অনুত্তর” বলা হয় কেন?

উঃ— ইহা অপেক্ষা উচ্চতর বা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই বলিয়া নির্বাণকে “অনুত্তর” বলা হয় ।

প্রঃ— নির্বাণকে “লোকোত্তর” বলা হয় কেন?

উঃ— যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তাহা লৌকীয়, আর যাহা উৎপত্তি বিনাশ রহিত তাহাই লোকোত্তর । অর্থাৎ চারি আর্যমার্গ, চারি শ্রামন্যফল ও অসংস্কৃত ধাতু,— এইসব ধর্মই লোকোত্তর ।

প্রঃ— নির্বাণকে পরম সুখ বলা হয় কেন?

উঃ— ক্রেশ, কর্ম, বিপাক— এই ত্রিচক্র হইতে যে দুঃখের উদ্ভব হয়, সেই দুঃখের নিরোধই শান্তি, এই শান্তিই পরম সুখ ।

প্রঃ— নিরোধ কি নির্বাণ?

উঃ— হাঁ, নিরোধই নির্বাণ।

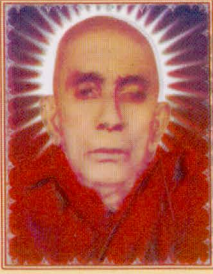
প্রঃ— নিরোধকে নির্বাণ বলা হয় কেন?

উঃ— শ্রুতবান জ্ঞানী আর্যশ্রাবক, আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক রূপাদি যে সমস্ত আয়তন আছে, তাঁহারা তাহাতে অভিনন্দিত হন না, অর্থাৎ আনন্দ অনুভব করেন না এবং সেই আয়তন সমূহের গুণ ও বর্ণনা করেন না, বিশেষতঃ তাহাতে সংশ্লিষ্টও হন না, তাঁহারা সেই বিষয়ে আনন্দ অনুভব না করায় তৎপ্রতি অসংশ্লিষ্টতা হেতু তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধ হইলে জন্ম নিরোধ হয়, জন্ম নিরোধ হইলে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-পরিতাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াস নিরুদ্ধ হয়। এই প্রকারে নিরোধকেই নির্বাণ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তৃষ্ণাকে দীপশিখার সহিত তুলনা করিয়া তৃষ্ণার নিরোধকেই নির্বাণ বলা হইয়াছে। নির্বাণ নিবৃত্তি বটে, ইহার পরিষ্কার অর্থ নিখিল ভব-তৃষ্ণার পূর্ণ উপশম।

প্রঃ— তাহা হইলে নির্বাণ কি নাই?

উঃ— নির্বাণ চিরদিন আছে, থাকিবেও। উহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, অপিচ যাঁহারা সম্যক প্রতিপদায় প্রতিপন্ন, তাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। যেমন বাতাসের রূপ, আকৃতি, স্থলতা, সূক্ষ্মতা দীর্ঘতা, হ্রস্বতা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় না; অদ্রুপ নির্বাণ আছে বটে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখান সম্ভব নহে।

— : সমাপ্ত :—



গ্রন্থকার পরিচিতি

মহাপণ্ডিত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বঙ্গীয় বৌদ্ধকুলরবি, বিদর্শনাচার্য, বাগীশ্বর, সুসংগঠক মহাশীলময় জীবনের অধিকারী আচার্য বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির বৌদ্ধ জগতের এক অবিস্মরণীয় শ্রদ্ধেয় নাম। ১৩০০ বঙ্গাব্দে এ মহান পুণ্যপুরুষ সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু ঢেমশা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ধার্মিক নবরাজ বড়ুয়া, মাতা পুণ্যশীলা চক্রেস্বরী বড়ুয়া। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়া। বাল্য বয়সে তিনি মধ্যম জোয়ারায় মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য স্থবিরের সান্নিধ্যে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি করইয়ানগরের মহারাজ মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছিলেন। পরে সংসার জীবনে ফিরে এসে সংসারী হয়ে ও বিরাগী মন সংসারে লিপ্ত হতে না পেরে সুদূর বার্মাদেশে সস্ত্রীক বসবাসকালীন স্ত্রী ভানুমতি অকালে পরলোকগত হন। পুণ্য সংস্কার বিমণ্ডিত ও পুণ্যপুরুষ বার্মা ভাষায় অভিজ্ঞ হয়ে ধর্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে, পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘের সান্নিধ্যে লাভ করে মহান পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। দীর্ঘদিন তিনি ঢেমশা, পুটিবিলা, নারিচা ও হরিণা বোর্ড স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ধর্মীয় নাটক রচনা, ধর্ম বক্তৃতা দানে তিনি অত্যন্ত পটু ছিলেন। ১৯৩০ সনে তিনি মছদিয়া জ্ঞানবিকাশ বিহারের কল্যাণী সীমায় উপসংঘরাজ বিদর্শনাচার্য সুমনাচার মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় বিশুদ্ধাচার ভিক্ষু। ১৯৪৯ ইং সনে সাতকানিয়া প্রচার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর লিখিত গ্রন্থ সীবলী ব্রতকথা, মার বিজয়, অশোক চরিত, প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয় গ্রন্থগুলি উক্ত প্রচার বোর্ডের নামে ছাপিয়ে সমাজ ও সদ্ধর্মের কল্যাণের জন্য দান করেন। তিনি নারিচা, পুটিবিলা, রামু ও হাসিমপুর বিজয়ারাম বিহার ও ঢেমশা শাক্যমুণি বিহারে অবস্থান করে সমগ্র বৌদ্ধ জগতের আজীবন ধর্ম-দর্শন প্রচার ও বিদর্শন শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র জামিজুরী সুমনাচার বিদর্শন আশ্রম দীর্ঘদিন পরিচালনা করে এদেশে বিদর্শন চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিতান্ত নিরভিমান, সদালাপী, প্রজ্ঞা বিভূষিত এ মহাপুরুষের প্রিয়শিষ্য অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রীসহ প্রায় ৩৮ জন যোগ্য শিষ্য-প্রশিষ্য ছিলেন। আমৃত্যু শাসন-সদ্ধর্মের হিতকামী এ মহামনীষা ১৩৯৬ বাংলা ১০ই পৌষ তাঁর সাধনা ক্ষেত্র ঢেমশা শাক্যমুণি বিহারে মহাপ্রয়াণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভা বিমণ্ডিত মহাপণ্ডিত, মহান সাধক বর্তমান সময়ে অত্যন্ত বিরল। এ পুণ্যপুরুষের নির্বাণ শান্তি কামনা করি।

অধ্যাপক অর্থদর্শী বড়ুয়া

বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ

চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।